[Recommended by the Board of Secondary Education, West Bengal, for Class IX of all Higher Secondary Schools for nondetailed study intended for Bengali Second Paper
Along with Additions and alterations of the pieces done with the kind permission of the W. B. B. S. E. Vide their Letter No. 80-D. S. I./68 of 16. 10. 68]

গাথাঞ্জলি

শ্রীকালিদাস রায়
কবিশেখর

পি. ঘোষ এণ্ড সন্স
২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা – ১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅনিন্দিতা ঘোষ বি. এ.
পি. ঘোষ এণ্ড সন্স
২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক ঃ
শ্রীসুনীলচন্দ্র পাল
বেন্‌লী প্রেস
১২১ বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

নব পর্যায়
প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৭৫

মূল্য – দুই টাকা

উৎসর্গ

আমার কবিতার অনুরক্ত পাঠক
পরম স্নেহাস্পদ সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাব্রতী
অধ্যাপক শ্রীমান্ অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর
করকমলে

পরিচায়িকা

ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদি পুরাণ, ভক্তমাল, ভারতের ইতিহাস, বৌদ্ধসাহিত্য, তামিলসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, মারাঠাসাহিত্য, পারসীক ও আরবীয় উপাখ্যান ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত উপাদানে এই 'গাথা-গুলি' রচিত হইল। এইগুলিতে মানবচরিত্রের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের এক একটি আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

নবনির্বাচিত প্রকাশকের প্রথম সংস্করণে তিনটি কবিতা কবির সম্মান, হাতেম তাই, সাদীর চৈতন্য এই গ্রন্থে সংযোজন এবং মান ও প্রাণ, মুচির মোচন ও পল্লী সংস্কার এই তিনটি কবিতা বর্জন করা হইল। এই সংস্করণে সর্ববিধ দোষত্রুটির যথাসম্ভব সংস্কার সাধন করা হইল।

সন্ধ্যার কুলায়
কলিকাতা—৩৩
ফোন—৪৬-৬৯১০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র



দিগ্বিজয়ী

এল দিগ্‌জয়ী দিগ্‌গজ বীর পণ্ডিত ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজবনে নামে।
অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা চারণ ফুকারি চলে,
চতুর্দোলায় পণ্ডিত দোলে বিজয়মাল্য গলে।
জয়নাদ তুলি অনুচরগুলি চলে তার পাছে পাছে,
ভয়ে সবে পুঁথিপত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।
রূপ সনাতন রহেন তু'জন সাধনভজনরত,
কে আসে কে যায় ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অতশত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে সারা দেশে,
বিচারমল্ল তাই শুনি সেথা অভিযান করে শেষে।
তুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি বিভোর আছেন সুখে,
'যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।
পরমাগ্রহে মৃদু হাসি' দোঁহে বসাইয়া সমাদরে,
বিজয়পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়-ভিখারীর করে।

বিজয়গর্বে তূর্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।
পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু'ধারে দাঁড়ায় সরি,
সিক্তবসনে শ্রীজীব তখন ফিরিছেন স্নান করি'।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনি সে আস্ফালন—
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন !'
শুনি শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল, বলিলেন "পণ্ডিত
এসো, আমি দিব দম্ভের তব প্রতিফল সমুচিত
যাঁদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ করেছিলে অভিযান,
তাঁদের আমি তো চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান ;
পেয়েছি তাঁদের জ্ঞানসাগরের শুধু এক অঞ্জলি,
মোরে জিনে তবে জয়গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি'।"
তরুণ কণ্ঠে শুনি অকুণ্ঠ, রণে আহ্বান-বাণী
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী ;
বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে ?
পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুব্‌ব কি গোষ্পদে ?"

বাহকবৃন্দে বলিল সে, "চল্, কেন র'য়ে গেলি থেমে।"
জীব বলিলেন, "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এসো নেমে।"
তর্ক বাধিল যমুনার তীরে—দলে দলে সেথা আসি'
দুই মল্লেরে দাঁড়াইল ঘিরে কুতূহলী পুরবাসী।
হানিতে লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ,
হেলায় সে-সব করিলেন জীব খণ্ডিত খান খান।

দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে "ধিক্ ধিক্"।

অবনতশিরে বিতণ্ডাবীর পাণ্ডুর মুখে ধীরে
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।
ব্রজবাসিগণ শুভসংবাদ ভাবি, পুলকিত মনে
জানাল এ কথা—বিজয়-বারতা—রূপ আর সনাতনে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরি হল ফিরিতে জীবের ঠেলি জনতার মেলা।
কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করে নি কেহই অন্নজল,—
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল ?
শুচি হয়ে আজ আসো নাই তুমি স্নান করি যমুনায়,
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।
মুখদর্শন করিব না তব—বৃথা তোমা পালিলাম,
রাজসভা তব সুযোগ্য ঠাঁই, নহে এই ব্রজধাম।"
চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হল না ক্ষয়।

শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল
আশ্রয় করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল।
সকল সময় চোখে ধারা বয়, ফুলে ফুলে উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম জপে অবিরাম বসনে ঢাকিয়া মুখ।
শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন মর্মে পেলেন ব্যথা,
করিল কাতর তাঁর অন্তর শ্রীজীবের কাতরতা।

বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন ?
বৈষ্ণবগুরু হয়ে তব কেন বিকৃত বুদ্ধি হেন ?
গুরুমর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি তো দেখি না এর বেশি কিছু গুরুতর অপরাধ।"

রূপ কহিলেন, "বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন ?
হয়ে বৈষ্ণব জ্ঞানের গরব করে নি সে বর্জন।
তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর
সেই বৈষ্ণব,—জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো !
গুরুমর্যাদা ?—হায় অদৃষ্ট ! গুরুরেও সে না চিনে,
এত উপদেশে হ'ল হায় শেষে এ শিক্ষা এত দিনে !"

শুনি সনাতন মৃদু হেসে ক'ন, "বর্জিতে অভিমান
পারে নাই জীব, এখনো বালক, আমাদেরি সন্তান।
তুমি তার তাত, তুমি গুরু, ভ্রাতঃ, পারিলে না আজো হায়,
বৈষ্ণব হয়ে রোষ বর্জিতে—দোষ কিছু নাই তায় ?
সেই অছিলায় ত্যজিব তোমায় ? দীনতার অভিমান—
তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান ?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে, বৈষ্ণব মোরা নই ;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, 'জীবে' দয়া তব কই ?
নিমাইয়ের দান বিনয়-দৈন্য নিতাইয়ের দান ক্ষমা,
দৈন্যই হ'ন যদি নারায়ণ ক্ষমা যে তাঁহার রমা।"

একথা শুনিয়া চমকি উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি—
"কী কথা শুনালে ? হায়, তার চেয়ে আমিই তো অপরাধী !"

বৈষ্ণব হয়ে ক্ষমা করিতে তো পারিনি সুসন্তানে,
না বুঝে অশনি হেনেছি জীবের কুসুমকোমল প্রাণে!
যাও ভাই যাও, এক্ষান গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তারে,
না জানি কত-না পায় সে যাতনা এ মূঢ়ের অবিচারে।"

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন, কঙ্কালসার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন, চিনিতে পারে না কেহ।
জীবে বুকে ধরি কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মতো,
বার বার তার ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ,
শুচি হল তায় দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি ব্রজ।





অম্বরীষের যজ্ঞ

হাহাকার উঠে কোশলরাজ্য ভরি'
একটি বিন্দু বর্ষণ নাই দ্বাদশ বর্ষ ধরি' !
মাঠে নাই তৃণ, ঘাটে নাই তরী, গাছে নাই ফুলফল,
পশুপাখী সব ছেড়ে গেছে দেশ, বাপী-কূপে নাই জল।
তপ্ত বাতাস বয় উড়াইয়া শুষ্কপত্র ধূলি,
পুকুরের পাঁক চাটিছে কুকুরগুলি !
শুক্‌না শাখায় কাক ডাকে দিনে, রাত্রে পেচক ডাকে,
উড়ে ঘরে-ঘরে ঘেয়ো মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিদেশ হইতে খাদ্য যা আসে সবার তাহা না মিলে,
মরে দেশ তিলে তিলে।
হাটে না বিকায় দুগ্ধ-শস্য, বিকায় শুধুই জল,
নিঃস্ব জনের অশ্রুই সম্বল।
কঙ্কালসার মানুষ ঘুরিছে বৃথা ভিক্ষার ছলে,
দেশের রাজারে ধিক্কারি' দলে দলে।

মরে নরনারী নিতি বাড়ী বাড়ী তৃষ্ণায় অনাহারে,
ভরে দেশ হাহাকারে।

নৃপতি অম্বরীষ
কিসে দেশ বাঁচে ভাবিয়া না পান, কাঁদেন অহর্নিশ!
সহসা একদা এলেন ভরদ্বাজ,
বলিলেন তিনি—"শোন শোন মহারাজ!
প্রজার পাপে ও দেবতার অভিশাপে
সারাদেশ তব দহিছে প্রখর তাপে;
কুপিত দেবের কর ত্বরা প্রসাদন,
কর সত্বর মহামরুত্ত যজ্ঞের আয়োজন।
যজ্ঞে যেদিন পড়িবে পূর্ণাহুতি,
হবে ধারাসারে বারিবর্ষণ—ইহাই বলিছে শ্রুতি।"

করিলেন নৃপ যজ্ঞের আয়োজন
যত সামন্ত নৃপতিবর্গে করিয়া নিমন্ত্রণ।
হেরিয়া ইন্দ্র সুবিশাল সমারোহ
ভাবিল, ইহা ত সোজা যাগ নয়, এ যে রীতিমত দ্রোহ!
ইন্দ্রপদের তরে
নিশ্চয় রাজা এ হেন যজ্ঞ করে।
যজ্ঞ পণ্ড করিবারে তাই পশিয়া সে রাজপুরী
যজ্ঞীয় পশু গোপনে করিল চুরি।

যজ্ঞারম্ভে দেখিলেন যজমান
নিবেদন-করা পশুটির আর নাই কোন সন্ধান।

চর-অনুচর ছুটে গেল দিকে দিকে,
ফিরিয়া আসিল, কোথাও খুঁজিয়া পাইল না পশুটিকে।
মাথায় রাখিয়া হাত,
মহাপ্রমাদ গণিলেন নরনাথ।
বলিলেন তাঁরে রাজপুরোহিত—"একটি উপায় আছে
তা যদি করেন সারা দেশ তবে বাঁচে।
অন্য পশুতে হবে না, এমন বিপ্রবালক চাই
স্বেচ্ছায় প্রাণ যে করিবে দান, মরণে শঙ্কা নাই।

বালকের পিতামাতা
স্বেচ্ছায় তারে সঁপিলে তোমায়, হইবে দেশের ত্রাতা!
আরব্ধ যাগ যদি নাহি হয় শেষ,
রাজকুল সনে ধ্বংস পাইবে দেশ।"

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালকের সন্ধানে
ক্লান্ত কাতর কোশলেশ্বর। মিলিল না কোন খানে
ব্রাহ্মণবটু সঁপিবে যে নিজ প্রাণ,
বহু মাতাপিতা রাজী ছিল বটে বেচিবারে সন্তান।

একদা শুভক্ষণে
অতিথি হলেন রাজা ঋচীকের পার্বত তপোবনে।
শুনিলেন ঋষি যজ্ঞের ইতিহাস
ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ত্যজিয়া দীর্ঘ শ্বাস
কহিলেন ঋষি—"রাজন্, আমার তিনটি পুত্র আছে,
একটিকে লও, যাতে রাজকুল রাজ্য তোমার বাঁচে।

ধনের মূল্যে বেচিব না ছেলে। একটি পুত্র দিলে
যদি বাঁচে তায় লক্ষ লক্ষ, এ ভাগ্য কার মিলে ?''

এত বলি ঋষি তিন পুত্রেরে করিলেন আহ্বান,
কহিলেন তিনি—"ব্রহ্মবিদ্যা দান
করিয়াছি আমি, জান-ত তোমরা অনিত্য এই দেহ,
জীবজগতের কল্যাণ তরে তোমাদের মাঝে কেহ
প্রস্তুত আছ স'পিতে আপন প্রাণ ?
জান-ত তোমরা—নয় আত্মার দেহ সনে অবসান !
যজ্ঞের তরে একটি বালক চান এই নরপতি,
দেবকোপ হ'তে কোশল তাহাতে পাইবে অব্যাহতি।"

মধ্যম বটু কহিল, ''হে তাত, আমি সে ভাগ্যবান,
আমারি মরণে লক্ষ লক্ষ জীবের বাঁচিবে প্রাণ।
অগ্রজ মোর রাখুন বংশধারা,
অনুজ আমার মায়ের নয়নতারা,
আমিই চলিনু জীবজগতের কল্যাণ সাধিবারে
তুষ্ট করিতে রুষ্ট সে দেবতারে।''

শুনঃশেফের শুনি' নির্ভীক বাণী
কহিলেন ঋষি, ''পিতৃত্বেরে ধন্য আজিকে মানি।
শতবর্ষের তপে যা লভ্য নয়
তাহাই লভিলে, ভববন্ধের তাহাতেই হবে ক্ষয়।
নাহি ভয়, নাহি ভয়,
জীবহিতে প্রাণ যেবা করে দান জীবনে তাহারি জয়।''

মাতার রোদনে আলোড়িত তপোবন,
পুত্রে বক্ষে ধরিয়া তাপস কাঁদিলেন বহু খন
শুনঃশেফের দুনয়নে নাই জল,
বলিল বালক—"অনিত্য তরে কেঁদে কিবা হবে ফল ?
চলো চলো নরপতি,
বিলম্বে তব রাজ্যের হবে ক্ষতি।"

হর্ষ-বিষাদে হইয়া আত্মহারা
নয়নে বহিয়া অবিরল জলধারা,
রাজা চলিলেন ফিরে,
আসিলেন ক্রমে পুষ্কর-হ্রদ-তীরে!
হেথায় বিশ্বামিত্রের তপোবনে
বিশ্রামহেতু অতিথি হলেন ঋষিকুমারের সনে।
বিশ্বামিত্র ভগিনী-সুতের শুনিয়া সকল কথা
মর্মে পেলেন ব্যথা।
মাতুলে হেরিয়া শুনঃশেফের প্রাণের মমতা ধীরে
অন্তরে এল ফিরে!
কহিল, "মাতুল, অসীম শক্তি পাইয়াছ তপোবলে,
এমন কিছু কি করিতে পার না—যেই শক্তির ফলে
আমি প্রাণে বাঁচি, রাজ্য না পায় লোপ,
রাজাও বাঁচেন, দেবতারো ঘুচে কোপ!"

শুনি' এই কথা উগ্র ঋষির গলিল পাষাণ-প্রাণ,
বলিলেন তিনি পুত্রগণেরে পাশে করি আহ্বান,

"তোমাদের মাঝে কেহ
প্রস্তুত আছ রাজার যজ্ঞে অর্পিতে নিজ দেহ ?
তোমাদের ভ্রাতা এই বালকের তাহাতে বাঁচিবে প্রাণ।
হইবে তাহাতে জীবজগতের অনন্ত কল্যাণ।"

শির নত করি' রহিল ক'ভাই, সবাই নিরুত্তর।
কুপিত হইয়া তখন তাপসবর
কহিলেন, "তোরা দেহবাদী, সার জেনেছিস ইহলোক,
সকল বিদ্যা ব্যর্থ তোদের হোক্।"

তারপর ঋষি বালকে ডাকিয়া কহিলেন—"বাছা শোন্
দৃঢ় কর তোর মন,
এই দুটি ঋক্ মন্ত্র দিলাম, ইহাই করিবি গান
ইহাতেই হবে সমস্যা-সমাধান।
প্রাণ ভরি' যদি গাহিতে পারিস, ইহার দিব্যবাণী
মন্ত্রের বলে ইন্দ্রে আনবে টানি।"

বালকে সঙ্গে লইয়া নৃপতি এলেন দু'মাস পরে
রাখিলেন তারে লুকায়ে নিজের ঘরে।
সারা রাত ধরি' সূক্ত দুইটি জপিল সে ঋষিসুত
দেবতাগণেরে ডাকিল কাতরে চিত্ত করিয়া পূত।
পরদিন প্রাতে সদ্যঃস্নাত, জবার মাল্য গলে
ভালে সিন্দূর, রক্তবসনে যজ্ঞক্ষেত্র-তলে
দাঁড়াল বালক যজ্ঞযূপের পাশে ;
খড়্গ হস্তে ঘাতক আগায়ে আসে।

ঋত্বিকগণ করিল উক্‌থ-পাঠ,
বিমনা রাজার কীর্তি-গরিমা গাহিতেছে শত ভাট।
যুক্ত করিয়া ছোট ছোট দুটি পাণ
গাহিতে লাগিল বালক সহসা ঋক্ সূক্তের বাণী।
মধুরোদাত্ত কণ্ঠ তাহার ভেদিয়া সকল স্বর
পরশিল অম্বর।

নীরব হইল ঋত্বিক্‌গণ হোতা আর উদ্‌গাতা,
আবেশে সবার মুদিল চোখের পাতা,
হোমের অনল হ'ল পিঙ্গল ধূমজাল নিশ্বসি,'
অবশ হইল ঘাতক-হস্ত, খড়্গ পড়িল খসি'।
হৃদয়ে হৃদয়ে করুণার ধারা বয়,
সবার অঙ্গ হ'ল রোমাঞ্চময়।
আকুলকণ্ঠে গাহিছে বালক ঋক্
সুরভিপবন সহসা বহিল, কুহরিল শুক পিক।

বহু বৎসর পরে
বৃক্ষলতায় ফুল ফুটে থরে থরে।
শুষ্ক শাখায় উদ্‌গত কিশলয়,
তারপরে শিখী বিথারে কলাপচয়।
কোথা হ'তে নব জলের গন্ধ আসে,
শুষ্ক তৃষিত ধূলিভরা মাটি ভরিল নূতন ঘাসে।
বহুকাল পরে গাহিল বিহগগণ
মধুপ আবার করিল গুঞ্জরণ,

নীলজ্বালাময় গগন সহসা ভরি' গেল মেঘে মেঘে
ঘন ঘন তায় বিদ্যুৎ উঠে জেগে।
ঋকের মন্ত্রগান,
শুনিয়া সে মেঘ গুরুগুরু তুলে তান।
মালা দোলাইয়া উড়ে গেল দূরে একঝাঁক বক পাখী
বহুকাল পরে দাদুরী উঠিল ডাকি।'

সরল শিশুর তরল কণ্ঠ ঋক্ মন্ত্রের গানে,
ভূলোক হইতে মেঘলোক ভেদি' উঠিল দ্যুলোক পানে।
শচীর মাতৃহৃদয় করিল বিগলিত সেই বাণী,
তপ্ত করিল বজ্রপাণির স্বর্ণ-আসনখানি
রহিতে নারিল ইন্দ্র সে তাপ সহি',
নামিয়া আসিল অপহৃত পশু আপন স্কন্ধে বহি।'

সুর-ধারা পথে নামি'
কহিল ইন্দ্র রাজার পার্শ্বে থামি'
"হে ধর্মবীর, যজ্ঞীয় পশু ধরো,
মুক্ত করি' ও বালকে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করো।
স্বপদ-লোপের করিনাক আর ভয়,
ঋষিবালকের শাসনে আমার হইয়াছে পরাজয়।
অভিশাপ হ'তে মুক্ত হইলে তুমি,
পর্জন্যের প্রসাদ লভুক তোমার রাজ্যভূমি।"

মুক্ত করিয়া বালকের কুশ-রজ্জুর বন্ধন,
সজলনেত্রে ললাটে তাহার দিয়া স্নেহ-চুম্বন

কহিল ইন্দ্র, "বৎস, আমিই দোষী,
হোমের এ পশু হরেছিনু আমি যজ্ঞভূমিতে পশি'
মহান্ যাহার প্রাণ,
দেশের, জাতির, লক্ষ লক্ষ প্রজাদের কল্যাণ
সাধন করিতে নিজের জীবন দিতে
প্রস্তুত যেবা, অমর সেইত এই মর ধরণীতে।
একদা দধীচি সঁপিল জীবন, স্বর্গ বাঁচিল তাই,
বালক দধীচি, তোমার তুলনা নাই!

আজি হ'তে তব নাম হ'ল দেবরাত,
বিনা তপে তুমি লভ অন্তরে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ,
এই বর আমি তোমারে করিনু দান,
বিশ্বভুবন গাবে তব জয়গান।"





শ্রীদাম সখা

ব্রাহ্মণী কয়, "আর ত' পারি না নাথ
সহিতে তাড়না অভাবের দিনরাত,
পড়সীর কাছে প্রতিদিন করি ভিক্ষা কিংবা ধার।
এমন করিয়া কত কাল আর চলিবে এ-সংসার
অধিপতি দ্বারকার
ছিলেন কৃষ্ণ তব সহপাঠী, শুনিয়াছি বার-বার।
একবার তাঁর কাছে
দুঃখের কথা জানালে কি দোষ আছে?"
গৃহিণার তাড়নায়
একদা শ্রীদাম স্থির করিলেন যাইবেন দ্বারকায়।
বলেন শ্রীদাম, "দ্বারকায় যদি যাই,
রাজদর্শন করিতে হইলে দর্শনা কিছু চাই।"
চারি মুঠা চিড়া ভিক্ষা মাগিয়া আনি'
গৃহকোণ হ'তে কুড়ায়ে আনিয়া ছেঁড়া কানি একখানি,

শ্রীদাম-গৃহিণী বেঁধে দিয়ে চিড়া তায়,
বলিল, "হে প্রভু, এই উপহার নিয়ে যাও দ্বারকায়।"

শুভ দিন দেখি চলেন শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে,
আকাশ-পাতাল কত কি ভাবেন মনে।
রাজপুরী মাঝে প্রবেশলাভ কি হবে?
রাজাধিরাজের মনে কি পড়িবে এ কাঙাল বান্ধবে?

হয়ত দ্বারের প্রহরীর তাড়নায়
ফিরিতে হইবে বিনা দরশনে দ্বার হ'তে ধূলা পায়।
দ্বিধাসঙ্কোচ-ভরে
চলিলেন দ্বিজ দুর্লভ ধন তরে।

ধূলায় ধূসর শীর্ণ শরীর, ছিন্ন মলিন বেশ,
শরাওঠা পদ, শুষ্ক বদন, তৈলবিহীন কেশ,
প্রাসাদ-তোরণে উপজিয়া দ্বিজ ক'ন।
"বলো গিয়া দ্বারী, শ্রীদাম বন্ধু চায় রাজ-দরশন।"

দ্বারিমুখে পেয়ে বারতা কৃষ্ণ ছুটিয়া এলেন দ্বারে,
বাহুপাশে তাঁরে বাঁধিলেন একেবারে।

কর-পরশনে সব সঙ্কোচ মোচন করিয়া তাঁর
দূরিয়া কুণ্ঠাভার,
হাত ধরি তাঁরে লইয়া গেলেন অন্তঃপুর মাঝে,
যেথায় তাঁহার শয়ন-কক্ষে হেমপালঙ্ক রাজে;
বসাইয়া তার 'পরে
কুশলপ্রশ্ন শুধালেন সমাদরে।

রুক্মিণী নিজে ব্যজন করেন, মাধব করান স্নান,
দীন ব্রাহ্মণ লজ্জায় ম'রে যান।

নির্বাক ব্রাহ্মণ,
দু'নয়ন তাঁর করিল শুধুই বারিধারা বর্ষণ।
জীবনে প্রথম রাজার ভোজ্য করিয়া ভোজনপান,
ভাবিলেন দ্বিজ,—এই কি অমৃত দেবতারা যাহা খান?
ভোজন অন্তে রত্ন আসনে বসিলেন দুইজনে,
শুধান মাধব, "গুরুগৃহ-কথা পড়ে সখা তব মনে?
মনে পড়ে সখা আজ,
একদিন মোরা কাঠ কাটিবারে পশিলাম বন-মাঝ?
আঁধারিল ঝড় ধারাপাতে চারিধার,
পথহারা হ'য়ে করিলাম বনে সারারাত হাহাকার।
প্রভাতের আগে শুনিতে পেলাম গুরুর স্নেহের ডাক,
"কৃষ্ণ শ্রীদাম, কোথা গেলি আয়, কাষ্ঠাহরণ থাক্।

সারারাত ধরি হয়েছে বৃষ্টিপাত,
কত খুঁজিয়াছি, ঘুমাইনি সারারাত,
আয় বাপ ঘরে ফিরে,
গুরু-মা তোদের ভাসিছে নয়ন-নীরে।—"
"মনে পড়ে সখা তবুও আমরা ছাড়িনি কাষ্ঠভার,
লভিনু সেদিন গুরুর আশিস্—চরম পুরস্কার।"

এইরূপ নানা কথা
জাগায়ে তুলিল দুই বন্ধুর পুরাতন মিত্রতা।

বাসুদেব ক'ন—"আচ্ছা বন্ধু, দেখা বহুদিন পরে,
কিছু কি ছিল না ঘরে?
আমার জন্য কোন' উপহার আনোনি তোমার সাথে?
ওটা কি তোমার হাতে?
কাড়িয়া দ্বিজের চিড়ের পুঁটুলি খুলি
পুরিলেন মুখে এক মুঠা হাতে তুলি'।

আর এক মুঠা খাইতে যাবেন, এমন সময় হাত
চাপি ধরিলেন রুক্মিণী দেবী, কহিলেন, "থামো, নাথ,
এক মুঠাতেই অতুল বিভব পাবে এই ব্রাহ্মণ।
কর যদি তুমি দুই মুঠা ভক্ষণ,
তবে চিরদিন লক্ষ্মীর রূপে অধীন হইব তাঁর,
অনেক জন্ম লাগিবে দ্বিজের ভবনদী হ'তে পার!"

রজনী প্রভাত হ'লে
রাজপুরী হ'তে শ্রীদাম গেলেন চ'লে।
ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন পথে,—হায়,
কিছু প্রার্থনা করা ত' হ'ল না লজ্জায় কুণ্ঠায়।

থাকগে তুচ্ছধন,
ধন্য হ'লাম, লাভ হ'ল মোর শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
রিক্ত হস্তে শ্রীদাম পশিয়া গ্রামে
দেখিলেন সেথা কে যেন নামায়ে এনেছে অমরাধামে
নাই সে কুটীর তাঁর,
তার ঠাঁয়ে আছে বিশাল প্রাসাদ অনুরূপ দ্বারকার।

প্রাসাদ-তোরণে মঙ্গলঘট কদলী বিটপী রাজে,
দাসদাসীগণ ছুটিতেছে গৃহ মাঝে,
অবাক হইয়া রহিলেন চেয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল,
স্বপ্ন—না—মায়া, ভ্রম—না—ইন্দ্রজাল !

বিশ্বজগৎ লুপ্ত, নয়নে ঘনালো অন্ধকার,
গৃহিণীর ডাকে চমক ভাঙিল চেতনা ফিরিল তাঁর।
গৃহিণী সাদরে করিলেন আহ্বান,
"এসো এসো প্রভু, তব আবেদনে এ-যে বন্ধুর দান !
পথে কেন খাড়া ? গৃহে এসো সত্বর,
জনে ভ'রে গেছে তব পুরী দেখ, ধনে ভ'রে গেছে ঘর।"

শ্রীদাম বলেন, "কাঙালিনী প্রিয়া, স্থির হও, স্থির হও,
ইহারে মায়ার ছলনা জানিয়া সতর্ক হ'য়ে রও।
চাই নাই কিছু, ধনলোভ ছিল মনে,
তাহারি দণ্ড জানিও এ সব ধনে।
ঘন বনে তপ করে যারা যোগে-যাগে,
মুক্তি পাইতে তাদের, জানিও অনেক জন্ম লাগে।

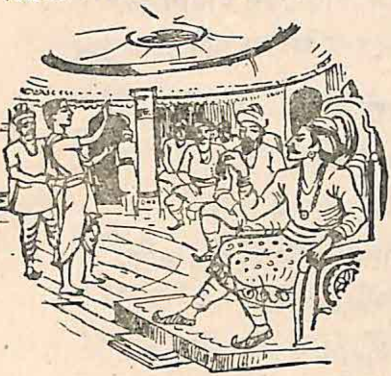
ধন-বন মাঝে জয় করি প্রলোভন
তপ করে যেবা, এক জনমেই পায় সে মুক্তিধন।
ধন লাভ করি করিও না উল্লাস,
গুরু দায়িত্ব দিয়াছেন দাতা তাই কর বিশ্বাস।
এক জনমেই মুক্ত করিতে সখা মোর অভিলাষী,
তাই দীনজনপালনের লাগি দিলেন এ ধনরাশি।

চীনবাস ছাড়ি জীর্ণ ছিন্ন চীরবাস পুন পরো,
আঙিনায় সেই কুটীর আবার গড়ো,
বড় ক্ষুধা মোর, ক্ষুদকুঁড়া কর পাক,
পুকুর হইতে তুলে নিয়ে এসো শাক।
কোথায় ফেলেছ সেই ছেঁড়া কাঁথাখানি ?
পাতো পুনরায় আনি।'

কর জীবসেবা, এ প্রাসাদ হোক অনাথের আশ্রয়।
দূর হ'ল প্রিয়ে, দুখীদের সাথে তোমারো দৈন্যভয়।
দিনে দুই মুঠা তোমারো মিলিবে সব ভিখারীর সাথে,
নির্ভাবনায় ভগবানে স্মরো এবে তুমি দিনে রাতে।

কৃষ্ণের ধন কৃষ্ণের জীবে করিয়া সমর্পণ,
কর দীনজনে সেবা-তপ আচরণ!
দিননাথ হ'য়ে তবেই জীবনে উদিবেন দীননাথ,
তবেই পোহাবে তামসিকতার রাত,
হবে সাত্ত্বিক দীনতায় ভরা দিনের সুপ্রভাত।

———



রাজা ও মন্ত্রী

বৈশালীরাজ কঙ্কের যশ রটিয়াছে দিকে দিকে,
তবু প্রজাগণ নৃপতির চেয়ে ভালবাসে মন্ত্রীকে।
মন্ত্রী 'বিজয়' দীনের বন্ধু ছিলেন পুণ্যশ্লোক,
দেবতা বলিয়া পূজিত তাঁহারে নগরের যত লোক।

বিপদে আপদে তিনি প্রজাদের ছিলেন পিতার মত,
তাঁহার চরণ হইতে কখনো ফিরেনি শরণাগত!
ধনসম্পদ বিলাইয়া দীনজনে
নিজে রহিতেন কাঙ্গালের মত দীনদুখীদের সনে।

নৃপতি ভাবিল, মন্ত্রী লুটিল প্রজাদের ভালবাসা,
মন্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার যশের নেইকো আশা।
তাঁহারি অন্নে পালিত মন্ত্রী তাঁহারি শত্রু হ'য়ে
তাঁহারে ঢাকিয়া করে রাজত্ব, থাকা যায় কত স'য়ে?
এ হেন মন্ত্রী হারালেন প্রাণ, হায় কপালের দোষে,
সহসা গুপ্ত ঘাতকের হাতে রাজা কঙ্কের রোষে।

বিজয় নিহত, সারা নগরীতে পড়ে গেল হাহাকার,
ভয়ে চুপ সবে, মনে মনে তবে ক্ষমিল না অবিচার।

রাজা প্রজাহিতে উদার হস্তে করিলেন কত দান,
বৎসর গেল, তবু থামিল না বিজয়ের গুণগান,
নৃপতি তখন রাগিয়া গেলেন ভারি,
করিলেন তিনি সারা নগরীতে কঠোর ঘোষণা জারি,
যে করিবে আর বিজয়ের গুণগান,
বন্দী রহিবে অথবা খড়্গে হারাইবে তার প্রাণ।

প্রাণভয়ে তাই বিজয়ের নাম কেহ আনিল না মুখে,
দীনের বন্ধু রহিলেন বুকে বুকে।
গুপ্তচরেরা ঘুরিতে লাগিল সারাটি নগর ভরি,
যার মুখে শোনে বিজয়ের নাম তারে নিয়ে যায় ধরি'।

সবাই মানিল, উদয়ের মনে নাই পরাণের ভয়,
বুকে করাঘাত করি কাঁদি কয়—'হা বিজয়! হা বিজয়!'
প্রতিদিন তাঁর গৃহের সমুখে চীৎকার করি বলে,
"সকল দাতারে বিজয় করিলে হে বিজয়, ধরাতলে।
তুমি চ'লে গেছ এ রাজ্যে আর রহিতে চায় না মন,
গাহি তব গুণ চাহি আমি শূল কিংবা নির্বাসন।"

নগর-কোটাল রাজার সমুখে ধরে নিয়ে গেল তারে,
বিজয়ের গুণগান মুখে তার কমেনাক, আরো বাড়ে।
যে মহাসাধক মরণও করেছে জয়,
মৃত্যুদণ্ড তাহার দণ্ড নয়।

কহিল ভূপতি "কেন দুর্মতি, কেন তার গুণ গাও,
মরণে না ডরি ? আসল কথা কি, বল তুমি কি যে চাও ?"
কহিল উদয়—"বিজয়ের গুণে অভাব আমার নাই,
বিজয়ের গুণ গাহিতে গাহিতে তাইত মরিতে চাই।
সকল দুঃখে করেন যেজন ত্রাণ,
তাঁরি গুণ গেয়ে অকিঞ্চনের দিতে হয় প্রতিদান।"
কহিল নৃপতি, "বিজয়. তোমার অভাব করেছে দূর,
লাখপতি তোমা ক'রে দেব আমি, বদলাও তব সুর।"
মুকুট হইতে খসায়ে মধ্যমণি।'

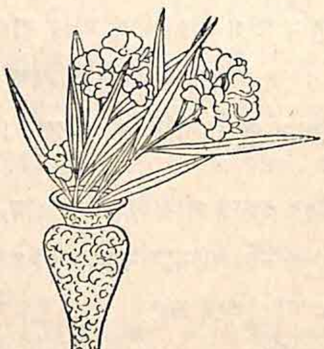
কহিল কঙ্ক—"লক্ষ তঙ্কা মূল্য ইহার গণি,
এই মণি আমি তোমারেই সঁপিলাম,
আজি হ'তে তুমি মোর গুণ গাও, ছাড় বিজয়ের নাম।"
কহিল উদয় ঊর্ধ্বে চাহিয়া মণিটিরে হাতে তুলি'
"হে বিজয়, তুমি স্বর্গে গিয়াও আমারে যাওনি ভুলি।
নৃপতির হাত হ'তে অগোচরে কেড়ে নিলে তরবার,
তব নামগান পরম পুণ্য তারি এ পুরস্কার।

নৃপতির হাতে পাঠাইলে গুণধাম,
তব দান বলি, এ মণি আমার মস্তকে রাখিলাম।
নৃপতি তোমার ঘাতকেরে ডাকো ; দেখুক সর্বলোক,
বিজয়ের নাম স্বর্গপথের পাথেয় আমার হোক।"

নৃপতি কহিল মুছি নয়নের জল,
"খড়্গ-শাসন বন্ধু আমার করিয়াছ নিস্ফল।

বুঝিয়াছি আমি, যদি প্রেমভরা হৃদয় না থাকে তায়
রাশি রাশি ধনে লোকের হৃদয় জয় করা নাহি যায়।
ভয়ে প্রাণ মান করিবে যে দান প্রেম সে-ত সঁপিবে না,
টাকা দিয়া শুধু কেনা যায় মাথা হৃদয় যায় না কেনা।

নগর হইতে ঘোষণা আমার তুলিয়া দিলাম আজ,
মরিয়াও যেবা বিজয়ী হয়েছে, সেইত রাজাধিরাজ।
অনুতাপ-দাহ দগ্ধ করুক মম হৃদি অবিরাম,
সারা বৈশালী তোমার সঙ্গে গা'ক বিজয়ের নাম।"





পারিয়া সাধক

বহিছে কাবেরী শ্রীরঙ্গমের ধারে
তারি ঠিক পরপারে
সাধনভজন করিত পারিয়া-সাধক তিরুপ্পন
বীণা বাজাইয়া গাহিত সে সারাখন
"জয় জয় জয় প্রভু শ্রীরঙ্গনাথ
চরণে তোমার দূর হ'তে প্রণিপাত,
তোমারে দেখার নাহি মোর অধিকার,
আমার পক্ষে রুদ্ধ যে প্রভু শ্রীরঙ্গমের দ্বার।
জীবনাবসানে তব দেখা যেন পাই
এ জীবনে মোর অন্য ভিক্ষা নাই।"
নদী পার হওয়া নিষেধ তাহার ; ওপারের পথ'পরে
অশুচি পারিয়া যদি বিচরণ করে,
সারা নগরীই হ'বে কলুষিত, শ্রীরঙ্গনারায়ণ
নগর ছাড়িয়া করিবেন পলায়ন !

পরপার হ'তে দেখা নাহি যায় দেবমন্দির পূরা
দেখা যায় শুধু চূড়া।
তারি পানে চেয়ে পারিয়া-সাধক গাহে বন্দনাগান,
নয়নে তাহার জলধারা অফুরান।

অশ্রুর ফাঁকে মন্দিরই হ'লো বিগ্রহ দেবতার
তরুপল্লবে শ্যামায়িত তনু যার।
গাহিত সাধক, "আমার বক্ষে বিরাজিছ নিশিদিন ;
তবু মনে হয় হোথা তুমি হ'য়ে মন্দিরে সমাসীন,
যে রূপে লভিছ কোটি ভক্তের ভক্তির উপচার,
সে রূপ না দেখি প্রাণ করে হাহাকার।"

একদা রজনীশেষে
রঙ্গনাথের অভিষেক তরে কুম্ভ ভরণে এসে,
হেরে পুরোহিত লোকসারঙ্গ কাবেরীর পরপারে
বসিয়া জলের ধারে
ধেয়ানে মগ্ন পারিয়া-সাধক ; ভাবিল সে পুরোহিত
তাহার ছায়ায় কাবেরীর জল হারায়েছে নিশ্চিত
শুচিতা তাহার, কহিল সে হুঙ্কারে
"অশুচি অধম কে তুই জলের ধারে ?
স'রে যা এখনি, কাবেরীর নীর কলুষিত করিবার
নাই তোর অধিকার।"

ধ্যানে তন্ময় পারিয়া-সাধক। তর্জনগর্জন
পশিল না কাণে। ছুটিল প্রহরিগণ

নৌকায় আরোহিয়া
মধ্য নদীতে গিয়া
পাথর ছুঁড়িয়া মারিল তাহারে, ধ্যান হ'লো অপগত
ঝরিল শোণিত ঝরণা-ধারার মত।

শুনিল সাধক তাহার ছায়ায় কাবেরীর শুচি জল
অশুচি হয়েছে—তার এই প্রতিফল।
দূরে গেল সাধু কহিয়া "কাবেরি, স্মরিলে তোমায় নাম,
অশুচি সলিলও পবিত্র হয় এই আমি জানিতাম।
কে জানে কোথায় তোমার জন্মভূমি,
কত না অশুচি অমেধ্য-রাশি বহিয়া আনিছ তুমি,
কত না চরণ ধোয়ালে হীনের, কত পাপী করে স্নান,
শিয়াল কুকুরও করিতেছে জলপান,
মুখ ধোয় কত মুচি,
আমারি ছায়ায় কেবল মা তুমি রহিলে না আজ শুচি?"

'থেবারম' রচি বড় অভিমানে গাহিল সাধক পুনঃ
"শ্রীরঙ্গনাথ শুন,
জানিতাম তুমি বিশ্বনরের মাঝারে বৈশ্বানর,
পাবন করেছ ত্রিভুবন চরাচর।
জানিতাম তুমি সর্বজাতির, শুধু দ্বিজাতির নও,
জানি না কেমনে হেন অবিচার সও।
আমার শরীরে শোণিত ঝরুক নাহি তায় ক্ষোভ-ক্ষতি,
ব্যথা পাই স্মরি তোমার শ্রীহরি হেন ঘোর দুর্গতি।

হায়রে বন্দী করিয়া রেখেছে মন্দির-কারাগারে,
জনকয়লোকে কাঙালের দেবতারে,
বঞ্চিত তায় কোটি কোটি তাঁর দীনহীন সন্তান,
অশুচি বলিয়া তাদের অর্ঘ্য পায় না সেথায় স্থান।
আমার মুক্তি হোক বা না হোক, বন্ধন হ'তে কবে
তোমার মুক্তি হবে?
কাঁসর ঘণ্টা ঝাঁঝরের কোলাহল
বধির করেছে, কোটি ভক্তের আবেদন নিষ্ফল।
হেমপিঞ্জরে বদ্ধ পাখীর মত
কত দিন রবে রাজভোগে জড়গত?
মথুরার সমারোহ
তোমারও বন্ধু ঘটাইল মায়ামোহ,
এপারে আকুল গোকুল বৃন্দাবন,
কোটি কোটি চোখে অভিষেক-বারি করিতেছে বর্ষণ।"

ব্যর্থ হয়নি এই ভক্তের আকূতি আকিঞ্চন,
ব্যর্থ হয়নি শোণিতের সাথে আঁখিজল বরিষণ।
পুরবাসিগণ পাইয়াছে তাঁর মহিমার পরিচয়,
হইয়াছে পরা ভক্তির কাছে শক্তির পরাজয়
বহুবিলম্বে, শক্তি সহজে নত হয় ধূলিতলে?
শিলা গলে বটে, সহজে কি তাহা গলে?
কেমনে তা হ'লো শুধা যদি বা কেহ
স্মরিয়া সে কথা শিহরিয়া উঠে দেহ,

আকুলিয়া উঠে প্রাণ,
এ যুগে সে কথা শুনিবার নাই কান,
বলিব না তাহা, যাহারা কৌতূহলী
তাহাদের শুধু এইটুকু শেষে বলি।

রঙ্গনাথের দেউলের পাশে রচি নব মন্দির,
করি প্রতিষ্ঠা তিরুপ্পনের শিলাময় মূরতির
পূজিয়াছে তারে নিষ্ঠাভিমানী পুরোহিত ব্রাহ্মণ
সঁপিয়া নিত্য ফুলদল চন্দন।

ভক্তের সাথে ভগবানে পূজি' প্রতিদিন পুরবাসী
প্রায়শ্চিত্তে ক্ষালন করেছে সঞ্চিত পাপরাশি।



রক্ষক ও ভক্ষক

অনেক কালের কথা
রাজার হইল নিদারুণ ব্যাধি, বুকে দুঃসহ ব্যথা।
রাজবৈদ্যেরা বলিলেন,—"প্রভু, অসাধ্য এই রোগ,
ঔষধে আর হইবে না কিছু করুন দৈবযোগ।"
রাজপুরোহিত বলিলেন—"প্রভু, একটি উপায় আছে
একটি বালকে বলিদান দিন্ মহাশক্তির কাছে।
শাস্ত্রে যে সব লক্ষণ আছে অন্যথা নাহি হয়,
মিলাইয়া দেখি, পিতার নিকটে করিয়া আনুন ক্রয়।"

বহু সন্ধানে মিলিল বালক, রাশিরাশি ধনদানে
কিনিল নৃপতি কাঙাল জনকজননীর সন্তানে।
পুরবিচারক দিলেন বিধান, 'বালকের বলিদান
ধর্মবিরোধী নয় কোনদিন রাখিতে রাজার প্রাণ।'

অমাবস্যার রাতে
পূজাশেষ হ'ল বহুশত ছাগমেষের শোণিতপাতে।
সবশেষে হবে বালকের বলি, আসিল তাহার পালা।
যূপে হাত রাখি' দাঁড়াল বালক কণ্ঠে জবার মালা।

খড়্গ হস্তে দাঁড়াল ঘাতক বিলম্ব নাই আর,
বালক হাসিয়া উঠিল সহসা একে একে চারিবার।
বিস্মিত হ'য়ে নৃপতি শুধালো "কখনো দেখিনি হেন,
খড়্গের তলে দাঁড়ায়ে বালক, কি সুখে হাসিছ, কেন?"

বলিল বালক, "শোন মহারাজ, মৃত্যুরে নাহি ডরি,
হাসিলাম আমি চারিবার তাই চারিটি বিষয় স্মরি'।
বিশ্বে কেহ ত আপনার নাই জনকজননীসম,
অর্থের লোভে বেচিল তাহারা এমনি ভাগ্য মম।
হেন বিচিত্র দেখেছ জগতে? অন্যায় প্রতিকার
করিবার তরে আছে এ-দেশের যাঁহার হস্তে ভার
তিনিই দিলেন বধের বিধান। দেশরক্ষক রাজা
নিখিল প্রজার যিনি আশ্রয় তাঁরি তরে মোর সাজা।
সর্বজীবের যিনি শরণ্যা বিশ্বজননী যিনি
বিনা অপরাধে এই বালকের জীবন নেবেন তিনি।
হেন বিচিত্র ব্যাপার রাজন্ বিশ্বে দেখেছ কবে?
এতে যদি হাসি নাহি পায়, বল' কিসে হাসি পাবে তবে?
মরণ যখন অনিবার্যই হাসিয়াই চলে যাই,
রক্ষক যেথা ভক্ষক সেথা মরা সে ত বাঁচিয়াই।"
রাজা বলিলেন "ঘাতক, বালকে মুক্ত করিয়া দাও,
বালক, এখনি তব জননীর নিকটে ফিরিয়া যাও।
এ নিরপরাধ বালকে বধিয়া জীবন যদি বা পাই,
অমর নহি ত ক'দিন বাঁচিব?—সে জীবনে কাজ নাই।"



অম্বপালী

বৈশালী পথে ছুটেছে বিবিধ যান,
রথ টানি চলে ধনিকগণের অশ্বেরা বেগবান্,
ধূলায় ভরিল পথ,
সবারে ছাড়ায়ে অম্বপালীর রথ
দাঁড়াইল নিজ আম্রকাননে পশি,'
সংঘের সনে যেথায় সুগত বুদ্ধ আছেন বসি'।
করজোড় করি কহিল অম্বপালী—
"আমার আগারে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন প্রভু কালি।"
ধনী নাগরিকগণ
একে একে সবে করিল নিমন্ত্রণ।
কহিলেন প্রভু—"তোমরা এসেছ পরে,
ভিক্ষা ত আমি স্বীকার করেছি অম্বপালীর ঘরে।"
পৌর বৃদ্ধ কহিল নোওয়ায়ে শির,
"অম্বপালী ত কুলশীলে হীনা গায়িকা বৈশালীর!
আম্র বেচিয়া ধনবতা হ'ল"। তুলি দক্ষিণ পাণি
বুদ্ধ হাসিয়া কহিলেন—'তা ত জানি!'

শুধু এই বলি নীরব শাক্য মুনি।
পুরবৃদ্ধেরা করি প্রতীক্ষা আর কিছু নাহি শুনি
ফিরিয়া নগরে অম্বপালীর ভবনে হইল জড়ো,
বলিল তাহারা,—"আম্রপালিকা, স্পর্ধা তোমার বড়!
থাকিতে শতেক মান্য পৌরজন
সাহসিকা, তুমি করিলে কেমনে সুগতে নিমন্ত্রণ?
আমরা সকলে এলাম তোমার কাছে,
প্রত্যাহারের এখনো সময় আছে।"

কহিল সে নারী "অন্য লালসা নাই,
কালি শুভদিনে প্রভুরে আমার চাই।"
পৌরগণের সভায় তখন হইল নির্ধারিত
অম্বপালিকা নগর হইতে হইবে নির্বাসিত!
তাহার ভবন তাহার আম্রবন
পৌরগণের হবে সাধারণ ধন।

প্রভাতে জাগিয়া স্নান করি শুচি সেবিকা অম্বপালী
প্রভুর লাগিয়া রন্ধন করে নূতন চুল্লী জ্বালি'।
যথাকালে প্রভু আসিয়া তাহার ঘরে
পদ প্রক্ষালি' বসিলেন পীঠ'পরে
অম্বপালিকা কেশরাশি দিয়া মুছাল চরণ তাঁর
তারপর দিয়া শতাধিক উপচার,
বিবিধ ভোজ্য আনি
প্রভুর সমুখে রাখিল যতনে স্বর্ণপাত্রখানি;

ব্যজন করিতে করিতে কহিল—"স্বামি,
আমার প্রাসাদ আম্র-কানন দক্ষিণা দিনু আমি।
একটি ভিক্ষা আছে.
প্রভু আপনার কাছে—
পুত্র আমার দিয়াছে সংঘে যোগ
আমি করিতেছি অতুল বিভব ভোগ,
এ যে নিদারুণ নিগ্রহ প্রভু, তুমি অকরুণ নও।
বিষ হ'তে মোরে অমৃতে তুলিয়া লও।"

কহিলেন প্রভু, "সময় না হলে বৃথা হয় আবেদন,
সময় হয়েছে ব'লেই স্বীকার করেছি নিমন্ত্রণ।
ভেঙেছে মায়ার বেড়ী,
উপসম্পদা দিলাম তোমায় তুমি হলে মহাথেরী।"

পৌরবৃন্দ রোষভরে যারা দিয়াছিল গালাগালি,
দেখিল তাহারা বুদ্ধের পিছে চলে সে অম্বপালী
মুণ্ডিত শিরে কাষায় বসনে হস্তে দণ্ড ধরি'।
লক্ষ কণ্ঠে বুদ্ধের জয় উঠিল নগর ভরি'।
দূর করিবারে চাহিল সকলে যাহারে নগর থেকে,
আপনিই দূর হয়ে যায় সে যে লজ্জিত হয়ে দেখে।
বুদ্ধের কৃপা চাহিল যাহারা ভোজন আপ্যায়নে,
সুলভে যে তাহা মিলে না, তাহারা বুঝে আজ প্রাণে মনে
জাতি কুল ব্যবসায়
দিব্যধনের অধিকার লাভে হয় না অন্তরায়।

———



উপ্পলা ও পটচারা

জেতবনে প্রভু বসিয়া আছেন, ভিক্ষু শ্রাবকগণ
চারিদিকে তাঁরে করিয়াছে বেষ্টন।
কহিলেন প্রভু—"উপদেশে কিবা ফল ?
দৃষ্টান্তই সঞ্চার করে দুর্বল চিতে বল।
পাষাণ-ফলকে মুঠা-মুঠা বীজ বৃথাই বপন করা,
চিত্তভূমিরে কর সবে উর্বরা
সেচন করিয়া শোচন-অশ্রুনীর।"

হেন কালে এক পাগলিনী নারী ঠেলি' ভক্তের ভিড়
কাঁদি বুদ্ধের শ্রীচরণতলে পড়ি'
কহিল "হে প্রভু, কেমনে জীবন ধরি,
একটি মাত্র ছিল যে পুত্র বাঁধনসূত্র মোর,
ছিন্ন হ'ল সে ডোর।
অকালে ব্যাধিতে সেও হারাইল প্রাণ,
কর' কর' প্রভু আমারে শান্তিদান।

শ্রেষ্ঠিবনিতা উপ্পলা মোর নাম,
আমার বিপুল বৈভবরাশি শ্রীচরণে সঁপিলাম।
করুণা যদি না হয়,
মরণে বরিব চরণে তোমার, মরণে করি না ভয়।''

কহিলেন প্রভু, "হায় মায়ামূঢ়া নারি,
আমি তোমা শুধু সান্ত্বনা দিতে পারি।
আমিত পারি না করিতে শান্তিদান,
কোথা তা মিলিবে দিতে পারি সন্ধান।

শ্রাবস্তীপুরে আছেন, ভদ্রে, পটচারা ভিক্ষুণী,
তাঁরি আশ্রয়ে চ'লে যাও এক্ষুণি।
হয়েছে তাঁহার সব বন্ধনক্ষয়,
পেয়েছেন তিনি নিজে অভিজ্ঞা ছয়।"

কহিল সে নারী, "অদ্ভুত কথা প্রভু,
তুমি যা পার না অন্যে কি পারে কভু?
দুখিনী ললনা আমারে ছলনা কেন?
এই ত্রিভুবনে আমার মতন অভাগিনী নাই হেন।"

কহিলেন প্রভু, "তোমার চেয়েও অভাগিনী বহু আছে।
শান্তি মিলিবে কেবল তাদেরই কাছে।
শুন মা পুত্রহারা,
এক বৎসরে ভিক্ষুণী পটচারা
তিন সন্তান, স্বামী, পিতা আর মাতা
চারিটি ভগিনী ভ্রাতা,

সব হারায়েছে শান্তি পেয়েছে তবু,
যে তপ করেছে শোকের দহনে সে তপ তোমার প্রভু
করে নাই কোন দিন।
অশোক-কাননে রহি চিরকাল সে যে হায় শোকহীন।

তপস্যা কী বা শোকবিজয়ের মত?
শান্তি দিবার কার অধিকার কত
বিচার করিয়া দেখিয়া, কন্যা, শ্রাবস্তীপুরে যাও।
আশিস্ করিতে পারি আমি শুধু পরমা শান্তি পাও!

বাহির হইতে শান্তি কে পাইয়াছে?
জানিও বৎসে, অন্তর মাঝে তাহার উৎস আছে;
পটচারা তারি মুখ
খুলিয়া দিবেন জুড়াবেন তব বেদনা-তাপিত বুক।"

উপ্পলা আর কহিল না কোন কথা,
দ্বিধায় জড়িত ক্ষুধায় পীড়িত অন্তরে বহি ব্যথা,
বনপ্রান্তর পুরজনপদ করিয়া অতিক্রম,
না মানিয়া বাধাবিঘ্ন পথিশ্রম,
শ্রাবস্তীপুরে আসিল দু'মাস পরে
পটচারা যেথা মহাশান্তির সুধা বিতরণ করে।

শোক-পারাবার মথি বার বার পেয়েছে সে যেই সুধা,
একটি কণায় তার ঘুচে যায় শত জনমের ক্ষুধা।
হেরে উপ্পলা আনন্দময়ী মূরতিতে ভাস্বরী,
শান্তির দ্যুতি ঠিকরি পড়িছে স্নিগ্ধ নয়ন ভরি,'

ফিরিয়া এসেছে যেন নব যৌবন
উচ্ছল হয়ে, মানিতে না চায় কাষায়ের বন্ধন।

দিব্যানন্দময় পরিবেশ মাঝে
শোকের চিহ্ন কোথাও কিছু না রাজে।
দখিল সেখানে পাঁচশত ভিক্ষুণী
নিদারুণ শোকে পেয়েছে শান্তি থেরীর ভাষণ শুনি'।

কোকিল-কণ্ঠে কহিছেন পটচারা
"শোন পতিহারা, শোন সন্তানহারা,
সুত-মিতা-পতি, সব মায়া! সব মায়া
প্রিয়জন সব ক্ষণদেহধারী ছায়া,
বিম্বিত হয় এই জীবনের পরে
শুধু দু'দণ্ড তরে।"

উপ্পলা শুধু স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ায়ে রহিল চেয়ে
তাঁর মুখ পানে, দিব্য আবেশে আসিল নয়ন ছেয়ে,
অতীতেরে গেল ভুলি,'
মনে হ'ল তার ব্যথিত জীবন শুধু ধূম আর ধূলি।
উপ্পলা যেন নূতন জন্ম পায়,
প্রাক্তন তায় বাষ্প হইয়া শূন্যে মিলায়ে যায়।



নারীর শক্তি

সূর্যসিংহ বজ্রভীষণ করে রোষানল-বরষণ,
গুম্ফ ফুলায়ে সিংহনিনাদে ক'রে ওঠে ঘোর গরজন—
"প্রতাপগড়ের অবমাননার
শূরসিং তুমি কর প্রতিকার,
শিরোহীর পানে চালাও তোমার দুর্জয় বীর-সেনাগণ।
শিরোহীপতির দম্ভচূর্ণ করিতেই হবে কর' পণ

রাঠোর-বংশে কন্যা সঁপিতে চাহে না যে তার অভিমান
পদাঘাতে কর চূর্ণ ত্বরায়—নাই নাই তার আজি ত্রাণ।

বাঁধিয়া আনিবে শিরোহী-পতিরে
এ রাজ-পাদুকা বহিবে সে শিরে,
শিরোহীর শিরে বজ্র হানিতে সত্বর কর' অভিযান,
বরদান যেবা করেনি গ্রহণ, করুক সে মূঢ় কর-দান॥"

শূর সেনাপতি শূরসিং চলে, সাথে তার দশশত যোধ,
কেতনে তাদের লালে-লাল হ'য়ে পতপত করে যত ক্রোধ।
কালবৈশাখী ঝড়ের ধূলায়
লুটাতে বুঝি বা সুখের কুলায়
বাজা'য়ে দগড় নাকাড়া করিল নগরদুর্গ অবরোধ।
দশশত অসিফলকে ঝলকি গর্জিল, "চাই প্রতিশোধ॥"

মেঘের মতন ছাইল গগন ঝক্‌মকি' খোলা তরবার,
হ্রেষা-বৃংহণ-মন্দ্রের মাঝে রুধির ঝরিল খরধার।
যুঝিতে লাগিল ভদ্র ইতর।
পুরমহিলারা গড়ের ভিতর
আশ্রয় নিল। শিরোহীর সেনা হটে' হটে' গেল বার বার।
শোণিত-সাগরে দ্বীপসম পুরী,—চারিদিকে উঠে হাহাকার॥

* * *

থেমে গেছে রণ চলে লুণ্ঠন, সদ্যোবিজয়কৌতুকে,
কন্যা মেলেনি, প্রতাপগড়ের রাজকোষ ভরে যৌতুকে।
অর্জুন সিং দুর্গে বন্দী
বিজয়ীর সাথে মাগিল সন্ধি,
অর্পিতে রাজী রাজনন্দনে স্নেহের দুলালী সরযূকে,
নির্জিত হ'য়ে সূর্যচরণে মার্জনা চায় চর-মুখে॥

শূর শূরসিং অবিচল আজি অসুরের মত নিষ্ঠুর,
সকল ভিক্ষা সব আবেদন তর্জিয়া দেয় করি দূর!
পুরবৃদ্ধেরা পায়ে পড়ি' কাঁদি'
মুক্তির লাগি করে সাধাসাধি,

গুরু-পুরোহিত ব্রাহ্মণ আদি শিরোহীর যত ব্যথাতুর,
প্রাণ বিপন্ন করি কৃপা মাগে ; অচল অটল তবু শূর ॥

শিরোহীমহিষী মায়াবতী শেষে এলেন শিবিরে ঘোর রাতে ;
পুরমহিলারা এলো শিবিকায় সন্তানবুকে জোড়-হাতে।
রাণী ক'ন, "শূর, মা আমি তোমার ;
ভগিনীরা তব করে দরবার
বীর তুমি, রাখ নারী-মর্যাদা।" জল ঝরে তাঁর আঁখিপাতে।
প্রণমি চরণে কহে শূরসিং, "উত্তর দিব কালি প্রাতে ॥"

প্রভাতে উঠিয়া হাঁকে শূরসিং—"গুটাও শিবির, চল ফিরে
বরযাত্রায় মিত্রের বেশে এবার ভেটিব শিরোহীরে।"

কহে যোধমল, "হায় সেনাপতি,
এ কথা কি শুনি! একি দুর্মতি!
মরণ-দণ্ড অনিবার্য যে ছেড়ে গেলে রাজবন্দীরে!"
শূরসিং কয়, "জানি তা বন্ধু, ভেবেই ব'লেছি চল ফিরে ॥"

* * *

সূর্যসিংহ রোষে হুঙ্কারে, সভাভরা ছল ছল চোখ,
নিগড়বদ্ধ শূরসিং সেথা শুষ্ক নয়ন অপলক।
রাজা কয়, "তুমি নও কভু বীর
নারীর কাঁদনে, হয়েছ অধীর,
মৃত্যুদণ্ড তোমারে দিলাম।" শূর কয়, "জানি, তাই হোক,"
ফুকারিয়া কেঁদে উঠে যুবরাজ,—সভাজন সবে করে শোক ॥

আবার বসেছে বিচার-সভাটি, এবার মশান-চত্বরে।
সূর্যসিংহ ক'ন—"শূরসিং লভিয়াছ ক্ষমা, যাও ঘরে।
আর কোন দিন নারীর বচনে
বিচলিত যেন হ'য়ো না জীবনে;
মহিষী দিলেন জীবনভিক্ষা, ঘটক-বিদায়ও এর পরে
দিবেন, বৎস।" শূরসিংহের নয়ন-উৎসে জল ঝরে॥





অর্জুনমিশ্র

পুরীর প্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া নিজ কান্তার সনে
সাধু অর্জুন মিশ্র থাকেন বালুতটে নির্জনে ;
সংসারে উদাসীন
জপে তপে ধ্যানে ভজনে পূজনে কাটাতেন সারাদিন ।
মাধুকরী করি' আনিতেন যাহা তাহাই হইয়া সুধা
মিটাত তাঁদের ক্ষুধা ।
হরিনাম লেখা ভূষণ অঙ্গময়,
গৃহে তাঁহাদের একটি দিনেরও থাকিত না সঞ্চয় ॥

গীতাপাঠ-কালে একদিন তাঁর চোখে
হঠাৎ পড়িল, লিখিত রয়েছে গীতার পুঁথির শ্লোকে—
"তদ্‌গত যারা রয় শুধু ভগবানে,
অর্জন নাহি জানে,
নাহি রয় যদি গৃহে কোন সম্বল,
আমি নিজে বহি যোগাই নিত্য তাদের অন্নজল।"

জাগিল সাধুর মনে মনে সংশয়,
"আমি নিজে বহি"—একথা ঠিক ত নয়,
লৌহের শলাকায়
"আমি নিজে বহি," কাটিয়া দিলেন তায় ॥

পরের দিনের প্রাতে
বাদল নামিল সারাদিন ধরি' ঘূর্ণিবাতের সাথে,
চলিল বাদল, সেদিন সাধুর হ'লনাক মাধুকরী।
পতি-পত্নীতে উপবাসে দিন কাটালেন হরি স্মরি'।

তারপর দিনও চলিল তা অবিরাম,
মুহূর্ত তরে বিরতির নাই নাম।
ভিক্ষার তরে তবুও সাধক বাহির হলেন পথে,
ভিজিয়া ভিজিয়া চলিলেন কোন মতে।
সকল দুয়ার বন্ধ নগরে, করাঘাত করা মানা।
তিন প্রহরেও মিলিল না এক দানা ॥

দুপুর বেলায় এদিকে সাধুর দ্বারে
দুইটি বালক বহিয়া আনিল আহার্য দুই ভারে,
ডালায় থালায় তুলসীগন্ধমাখা,
শালপাতা দিয়ে ঢাকা।
একটি তাদের গৌরবর্ণ, আরটি চিকণ কালো,
তাদের উদয়ে হল মিশ্রের আঁধার কুটীর আলো ॥

চাঁচর চিকুর হ'তে
বৃষ্টির ধারা নামে অবিরল স্রোতে।

দেখিয়া অবাক মিশ্র-গৃহিণী, বলিল,—"সোনার ছেলে,
এত সুখাদ্য কে দিল, কোথায় পেলে ?
কি হবে এ-সব রাজভোগ রাশি রাশি,
যদিও আমরা রহিয়াছি উপবাসী।
রাজপুত্রের ঘাড়ে
এত ভার কেবা এই দুর্যোগে পাঠাল আমার দ্বারে ?
এ-ত দয়া নয়, এ বড় অত্যাচার !
ননীর পুতুল শিশুদের ঘাড়ে কে চাপাল এত ভার ?"

কহিল তাহারা,—"মিশ্রঠাকুর ভোগমন্দিরে গিয়ে
মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন দু'ভাইয়ের হাত দিয়ে।
কষ্ট মোদের হয়নি মা জলে ভিজে।
বৃষ্টি থামিলে আসিবেন তিনি নিজে ॥"

কহিলেন ব্রাহ্মণী—
"আহা রে বাছারা, আহা মোর যাদুমণি।
তোমাদের মত সোনার ছেলেরে দুধের বাছারে ধরি'
এই দুর্যোগে এত ভার তিনি চাপালেন, মরি, মরি
মিশ্রঠাকুর এত পাষণ্ড জানি নাই কোন দিন !
তপ জপ তার সকলি মূল্যহীন !"
কেঁদে এই কথা ব'লে,
দোঁহারে টানিয়া বসালেন তিনি কোলে।
চাপিয়া ধরিয়া বুকে, চুমা খেয়ে চাঁদমুখে
নিজ চুল দিয়ে মুছালেন তিনি তাদের গায়ের জল।
জীর্ণ বাসে তো নাই তাঁর অঞ্চল ॥

সহসা চক্ষে পড়িল ইহার পরে
পিঠ দু'টি হ'তে রক্তের ধারা ঝরে।
চমকি' উঠিয়া কহিলেন তিনি—"একি !
পিঠ দিয়ে এ যে রক্ত ঝরিছে দেখি—
কে আঘাত দিল গায়ে
এমন করিয়া, বল'ত বাছারা মায়ে।
কেমন করিয়া র'ব বাছা আমি স'য়ে ?"
এত বলি তিনি রক্ত মুছান কাঁদেন ব্যাকুল হ'য়ে।
কহিল দু'ভাই— 'বলি মা তোমায় কী যে,
মিশ্রঠাকুর আমাদের পিঠ চিরিয়া দিলেন নিজে।"
"বল কি ! বল কি !"—বলিতে বলিতে ভাসিয়া অশ্রুজলে
মিশ্র-গৃহিণী মূর্ছিত হয়ে পড়িলেন ভূমিতলে।

*　　*　　*

থেমেছে বৃষ্টি, নেমেছে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢ'লে,
মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন 'জয় শ্রীরাধা-মাধব' ব'লে,
কুটীরের দ্বারে আসি'
দেখিলেন পড়ি' সুখাদ্য রাশি রাশি।
অবাক হইয়া চান,
কোথা হতে এলো এ ভূরিভোজ্য নাহি পান সন্ধান।
কুটীরে প্রবেশি' দেখিলেন তিনি ব্রাহ্মণী নিদ্রিতা,
জাগাইতে গিয়ে দেখেন তা নয়, হয়েছেন মূর্ছিতা।
ভাবিলেন—আহা উপবাসে হ'য়ে ক্ষীণা
বুঝি বা সংজ্ঞাহীনা।

মুখে চোখে শিরে দিতে জল ধীরে ধীরে
সংজ্ঞা আসিল ফিরে ॥

নয়ন মেলিয়া চাহিলেন উঠে ব'সে,
বিমুখ হইয়া রহিলেন সতী রোষে।
অনেক সাধিয়া সাধু হাত ধরি' ভাঙালেন মান তাঁর,
শুধালেন তিনি, কোথা হ'তে এল এসব ভোজ্যভার ?
গৃহিণী সকল কথা
বলিলেন ধীরে, উল্লেখ করি' স্বামীর নিষ্ঠুরতা,
না রাখিয়া তাঁর পতিত্ব-মর্যাদা।
বর্ণনা শুনি' মিশ্র দিলেন বাধা,
বলিলেন তিনি—"বুঝেছি গৃহিণী, বলিতে হবে না আর
আমি অভাগ্য, আমি পাষণ্ড, জ্ঞানের অহঙ্কার
ত্যজিতে পারিনি, গীতার বাক্যে করেছিনু সন্দেহ,
লোহার শলায় কেটেছিনু তায়—গীতা যে তাঁহারি দেহ।
ভুলেছিনু আর, ভক্তের ভার ভগবান নিজে ব'ন,
এ-কথায় মোর সংশয়ী হ'ল মন।
তাই আজ জলে ভিজে
মোরে ভগবান শিখায়ে গেলেন নিজে।
ধন্য তোমার সাধনা গৃহিণী, দাও মোরে পদধূলি,
আমি অভাজন বৃথা বয়ে মরি ঝুলি।
উল্লাস কর, উৎসব কর, নাচো আনন্দভরে,
মা বলিয়া ডেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিল তব ঘরে।

রামকৃষ্ণেরে ধরিয়াছ তুমি ক্রোড়ে,
তুমিই যশোদা, এসেছ ছলিতে মোরে।
যোগিঋষিগণ জ্ঞানে ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় যাঁরে,
সহজ সরল প্রেমভক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তাঁরে।
শিশুর মতন অকপট মন তাই চান ভগবান।
চাননাক তিনি তপজপ জ্ঞান বিদ্যার অভিমান।
লও করতাল, দাও পাড়ি মোর খোল,
এস নেচে গাই হরিবোল হরিবোল॥"



উজির ও বাদসাহ

বাদশাহ্ ক'ন্, "ও সব নালিশে করিনাক প্রত্যয়,
উজীর আমার বড় সাধু সদাশয়,
যত দূর আমি জানি,
তাঁহার সেবায় নাইক অঙ্গহানি!
তাঁহারে বলিছ চোর?
তিনি কি কখনো করিতে পারেন অহিত চিন্তা মোর?"

ওমরারা কয়, "জনাব, নিজেই সদাশয় অকপট,
বুঝেন না তাই কেবা সাধু কেবা শঠ।
মোদের জবানে দয়া করি দিন কান,
দুপুর রাত্রে উজীর নিত্য চুপি চুপি কোথা যান?
একদিন নয়, যান তিনি রোজ রোজ,
কোথা যান তিনি জাহাঁপনা তার রাখেন কি কোন খোঁজ?
প্রতিদিনকার উৎকোচ যাহা পান
তাহাই সরান, আমাদের অনুমান।
অথবা গোপনে ষড়্‌যন্ত্রের তরে,
গভীর রাত্রে র'ন নাক তিনি ঘরে।

হুঁসিয়ার হুঁসিয়ার,
রাজ্য বা প্রাণ হবে বিপন্ন জাহাঁপনা আপনার।”
অবিরত শুনি অভিযোগ এই ভাবে
বাদশা’ বলেন, “আজিকে গোপনে গতিবিধি দেখা যাবে।”

যথাকালে তিনি ওমরাহগণ সাথে
চুপি চুপি দূর নগরপ্রান্তে গেলেন গভীর রাতে।
দেখিলেন তাঁর উজীর পশিয়া পাতাছাওয়া কুঁড়েঘরে,
দুয়ার বন্ধ করিলেন নিজ করে।
জীর্ণ প্রাচীরে মাঝে মাঝে তার ফাঁক,
ফাঁকে চোখ রাখি দেখি’ সবে নির্বাক্ !
ছাড়িয়া উজীর দামী সে পোশাক জরিজড়োয়ার কাজ
পরিলেন ছেঁড়া মেষ-পালকের সাজ।
মাটির প্রদীপ জ্বালিলেন গৃহ-কোণে
তারপর একমনে
খোদারে ডাকিতে লাগিলেন আঁখি মুদি,
রাখিতে নারিল নয়ন অশ্রু রুধি !

দণ্ড তিনেক পরে
বাদশাহ ধীরে দুয়ারে আঘাত করিলেন নিজ করে।
বাহিরে আসিয়া অবাক উজীর ক্ষমা চান জোড় হাতে,
কত অপরাধ করেছেন যেন গোপনে গভীর রাতে।
বাদশা’ তাঁহারে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন, “সখে ! একি
সকল ব্যাপার খুলিয়া বলুন দেখি।”

কহিলেন ধীরে উজীর, "করুন জাহাঁপনা অবধান,
ছিলাম একদা মেষপালকের দীন হীন সন্তান;
খোদার দোয়ায় পেয়েছি উজীরি কাজ,
পাছে অহমিকা জাগে মনে তাই মেষপালকের সাজ
পরি আমি প্রতি রাতে
দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি শুচি হই প্রাতে ॥

সম্পদ-পদ লভি' যে অতীত দৈন্যের দান ভুলে
সে ত নরাধম ঘৃণ্য চরম, ফল পেয়ে ভোলে ফুলে।
নিজেরে পাছে বা ভুলি
শৈশব-সাজ পরি নিতি তাই বৈভবসাজ খুলি'।
হেথায় কুণ্ঠা কিছু নাই মোর সঙ্কোচও কিছু নাই।
পরান ভরিয়া খোদারে এখানে পাই।
তাঁর সাথে ঘোর ব্যবধান রচে মানবৈভব মোর,
তাই হইয়াছি চোর।
দিবসে আমার উজীরের অভিনয়,
রজনীতে মোর আসল যে পরিচয় ॥"

বাদশা' তখন ওমরাহগণে বলিলেন—"চাও মাফ
চরণ ধরিয়া, চরণধূলায় দূর হবে কিছু পাপ।"
বলিলেন তাঁর উজীরে বাদশা', "ক্ষমা চাই তব পায়।
মন্ত্র এবং মন্ত্রণা দুইই দিও তুমি অভাগায় ॥"

———



সাধু একনাথ

সাত দিন হ'তে বৃষ্টি মুষলধারে,
সৃষ্টি ভাসিছে ঘর থেকে কেহ বাহির হ'তে না পারে।
বন্ধ হয়েছে সকল গৃহীর দ্বার,
পথে একটিও পান্থ চলে না আর,
হাটতলা জলে গিয়াছে ডুবিয়া মোটে বসেনাকো হাট,
নাই কারো ঘরে শুক্‌না জ্বালানী কাঠ।
রন্ধন তাই বন্ধ হয়েছে নগরের প্রতি ঘরে,
উনানের 'পরে মাকড়শাগুলি জাল বিস্তার করে।
রাঁধনের হাঁড়ি রয়েছে শিকেয় তোলা,
বাঁচে লোক শুধু চিবিয়ে ভিজানো চাউল কিংবা ছোলা
চানা চিবাইয়া সাধু একনাথ শুইয়া আছেন রাতে,
এমন সময়ে সহসা আঘাত সদরের দরজাতে॥

দুয়ার খুলিয়া ত্বরা সাধু একনাথ
পাইলেন এক অতিথির সাক্ষাৎ।

অনেক ভাগ্যে মাঝে মাঝে হয় অতিথির সমাগম,
সেবাধর্মের সুযোগ যে দেয় দান কি তাহার কম ?
পরম আদরভরে
সাধু একনাথ তাহারে ডাকিয়া বসালেন নিজ ঘরে।
শীতে কাঁপে আহা, সর্বশরীর ভিজে ;
পরনের বাস দিলেন তাহারে গামছা পরিয়া নিজে,
জানিলেন জিজ্ঞাসি'—
দুই দিন ধরি রয়েছে সে উপবাসী।
গৃহিণী ডাকিয়া কহিল, "হে প্রভু, কি উপায় ? লাজে মরি
জ্বালানী কাঠ যে ঘরে নাই মোটে, কি দিয়ে রান্না করি ?"

সাধু কাহলেন "উপায় ত আছে জানা,
রান্নাঘরের কোণা হতে মোরে দাও তো কুড়ালখানা।"
গৃহিণী অবাক তায়,
ভাবিলেন প্রভু কুড়াল লইয়া কোথায় এ রাতে যায় !

শুনিল একটু পরে,
কাঠ কাটিবার শব্দ উঠিছে তাদেরি শয়নঘরে।
ছুটে এসে দেখে কুড়ালে চিরিয়া খাট
পেয়েছেন প্রভু অনেক জ্বালানী কাঠ।
কহিল গৃহিণী, "প্রভুর আমার প্রখর বুদ্ধি বটে !
থাকিতে পারে তা মেয়েমানুষের ঘটে ?
সত্যই এটা আসেনিকো মোর মনে
খাটখানা ঘরে রয়েছে তো অকারণে,

মেজেয় শয্যা পাতি'
এইবার আরো আরামে কাটিবে রাতি।"
গলায় আঁচল দিয়ে,
গেল পাকঘরে গৃহিণী পতির চরণের ধূলি নিয়ে ॥





বাল্মীকি মুচি

ভীমসেনে ডাকি ইন্দ্রপ্রস্থে কহিলেন মহারাজ,
'বাজাও শঙ্খ, বাজাও ঘণ্টা, যাগ সমাপ্ত আজ।'
প্রাণপণ বলে ঘণ্টা নাড়িয়া ফুঁ পাড়িল ভীম শাঁখে,
কেউ বাজিল না, দিল নাকো সাড়া কেউ তাঁর হাঁকডাকে।
যুধিষ্ঠিরের শুকাইল মুখ, আঁখি তাঁর ছলোছলো,
শুধালেন তিনি, "বলো যদুপতি, কি বিঘ্ন হলো, বলো।"

কহিলেন হরি, "রাজসূয় তব হয়নি উদ্‌যাপিত,
খুঁত র'য়ে গেছে, তোমার যজ্ঞে বৈষ্ণব বঞ্চিত।
শতশত লোক করেছে ভোজন, একজনো বৈষ্ণব
তোমার অন্ন করেনি গ্রহণ অপূর্ণ উৎসব।"

রাজা কহিলেন—"কি বলিছ তুমি, অবাক করিলে ভাই
এত লোক খেল, তাদের মাঝারে বৈষ্ণব কেহ নাই?"
কহিলেন হরি—"নামে বৈষ্ণব অনেকেই ছিল প্রভু,
খাঁটি বৈষ্ণব যজ্ঞ-অন্ন স্পর্শ করে কি কভু?

প্রকৃত ভক্ত মাধুকরী করে, ভূরিভোজে উদাসান,
যজ্ঞসত্রে রসনাতৃপ্ত করেনাকো কোনদিন।”

নৃপ কহিলেন—“তুমিই স্বয়ং রয়েছ চক্রপাণি,
তোমার ভক্তে কিবা প্রয়োজন? কি তাতে অঙ্গহানি?”
কহিলেন হরি—“আমার ভক্তে ছোট ভাবো মহারাজ,
তাইত তোমার শঙ্খঘণ্টা কেহ বাজিল না আজ।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণে তুমি ভূরিভোজ্যে না তুষি'
একটিও যদি ভক্তে তুষিতে আমি হইতাম খুশী।”

কহিলেন রাজা—“কি হবে উপায়, কর তবে প্রতিকার।
খাঁটি বৈষ্ণব কোথায় মিলিবে সন্ধান দাও তাঁর।”
মাধব তখন বলিলেন “শুন, মন তব কর শুচি,
এই নগরের উপান্তে আছে বাল্মীকি নামে মুচি।
দীন গৃহস্থ, বৃত্তি তাহার জুতা মেরামত করা,
বৈষ্ণব ভেখভঙ্গী নাহিক, মলিনবসন-পরা।
আর পাঁচজন মুচিরই মতন জীবনযাত্রা তার,
বাহির দেখিয়া অন্তর তার বুঝিবে সাধ্য কার?
পঙ্কের মাঝে পঙ্কজ সে যে হৃদি তার অমলিন,
তারি ‘পরে তার প্রাণের ঠাকুর বিরাজিত নিশিদিন।
কাছাকাছি আর অমন ভক্ত দেখি না তাহার মত,
তারে নিয়ে এসে সেবা কর নৃপ, পূর্ণ হইবে ব্রত।”

নৃপতি তখন পাইলেন কূল সীমাহারা পারাবারে,
নিদেশ পাইয়া অর্জুন ভীম ছুটিলেন চারিধারে।

বহু সন্ধানে ভক্ত মুচির পাইলেন সাক্ষাৎ,
রাজার আদেশ জানায়ে তাহারে করিলেন প্রণিপাত।

মুচি স্তম্ভিত, ভয়ে বিস্ময়ে থরথর দেহ কাঁপে,
বলিল কাঁদিয়া "হায় নারায়ণ ! এ বিপদ কোন্ পাপে ?
হায় মুই মুচি, ঘৃণ্য অশুচি, জোড় হাতে মুই কই,
রক্ষা করুন, রাজার পুরীতে যাবার যুগ্যি নই।"

কাকুতি মিনতি শুনিবার লোক ভীম ন'ন, কে না জানে,
ধরি সে মুচিরে স্কন্ধে তুলিয়া ছুটিলেন পুরা-পানে।
অর্জুন তারে বসালেন ধীরে সিংহাসনের 'পরে,
মুচির নয়নে ভয়ে সঙ্কোচে অবিরল জল ঝরে।
নূতন করিয়া উৎসব-ঘটা সুরু হলো রাজপুরে,
শঙ্খচক্র-লাঞ্ছিত ধ্বজা উড়িল প্রাসাদ-চূড়ে।
দধিহরিদ্রাজল-বর্ষণ, ঘরে ঘরে আলিপনা,
বন্দীরা সব গাহিতে লাগিল বৈষ্ণব-বন্দনা।
সকল বাদ্য বাজিল অদ্য শঙ্খঘণ্টা ছাড়া,
কত না ভোজ্য আসিতে লাগিল রাশি রাশি ভারা ভারা।
নিজ হাতে রাঁধি রাণী দ্রৌপদী বহুবিধ ব্যঞ্জন
সোনার থালায় ভোজ্য অন্ন করিলেন নিবেদন।

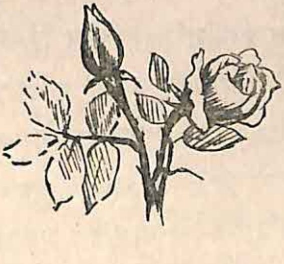
কহিল সে মুচি,—"আমি যে অশুচি বলি' জানে সব জনে,
কলার পাতায় দুই মুঠা দি'ন উঠানের এককোণে।
কেমনে অন্ন এ মুখে তুলিব হাত কাঁপে থরো থরো,
এ-ত কৃপা নয়, এ নয় আদর, এ যে গো শাস্তি বড়।

কোন্ অপরাধে রাজার আসনে বসায়ে দিলেন আজ,
এ রাজভোগের অপমান কেন করিলেন, মহারাজ ?"

মহারাজ তারে শুনালেন ধীরে কত না প্রবোধ-বাণী,
মুচির মাথায় আদরে সোহাগে বুলালেন রাজপাণি।
নিজ অঞ্চল দিয়া মুছালেন ধূলি, মালিন্য, ক্লেদ।
চারি ভাই তাঁর চামরবীজনে ঘুচালেন তার স্বেদ।
নিজে জল ঢালি' মহারাজ তার ধুইয়া দিলেন হাত,
কম্পিত করে সঙ্কোচ ভরে মুখে সে তুলিল ভাত।

হ'লে সমাপন মুচির ভোজন কহিলেন মহারাজ,
বাজাও ঘণ্টা, বাজাও শঙ্খ, পূর্ণ যজ্ঞ আজ।
শঙ্খঘণ্টা তবু বাজিল না, নৃপ নতশির লাজে,
কহিলেন—"হরি, শঙ্খঘণ্টা তবু দেখি বাজে না যে।
সেবা-অপরাধ কিসে হলো বল, একি এ সর্বনাশ!
তোমার কথাই যা বলেছ তাই করেছি ত বিশ্বাস।"
কহিলেন হরি—"অপূর্ণ যাগ, হয়েছে অঙ্গহানি,
মনে মনে এরে ঘৃণা করেছেন দ্রৌপদী ঠাকুরাণী।
বাল্মীকি নাম শুনিয়া ধারণা হয়েছিল তাঁর মনে,'
কোন' মুনি ঋষি অতিথি বুঝি বা আজি রাজনিকেতনে।
অতিথি-আসনে মুচিরে হেরিয়া অবজ্ঞা হলো তাঁর,
শঙ্খঘণ্টা তাই মূক আজো, উপচারে অপচার।
শুধু হাত দিয়ে সেবা নয় সেবা, নাহি সেবে যদি প্রাণ,
শ্রদ্ধার সহ না দিলে ব্যর্থ রাজভোগ্যেরও দান।"

শুনি মহারাজ রাণীরে ডাকিয়া করিলেন ভর্ৎসনা।
দ্রৌপদী ছুটে আসিয়া মুচির করিলেন বন্দনা।
মুচির চরণ স্পর্শ যেমনি করিল রাণীর হাত,
আপনা হইতে শঙ্খঘণ্টা বাজিল অকস্মাৎ।
ধ্বনিল লক্ষ কণ্ঠে মুচির জয়গান ভূয়োভূয়,
ভক্ত মুচির চরণপরশে সমাপ্ত রাজসূয় ॥



মম শ্রমজল হয়নি বিফল, বারোমাস গেল কেটে,
যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তা দামী, তোমার দুয়ারে খেটে।
বুঝেছি সত্য,—ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!
পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যেজন ভুক্তভোগী,
রোগযন্ত্রণা সে কভু বুঝে না হয়নি যে কভু রোগী।
এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হ'য়োনাক নির্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা অন্ততঃ তারে ক্ষম'।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বোগদাদে এসে যে জ্ঞান পেলাম সব চেয়ে তাহা দামী।"





ক্রীতদাস

বোগ্‌দাদ পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
জীর্ণ-বসন শীর্ণশরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাস ভেবে ধনী এক নাগরিক,
গৃহে নিয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক।
সপ্তাহ ধরি' বন্দী রাখিয়া অন্ধকূপের মাঝে,
অবশেষে তাঁরে নিয়োজিল নিজ গৃহনির্মাণ কাজে।
রোদে জলে জাড়ে লাঞ্ছনা সহি অবিরত দিনরাত,
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান করিয়া শরীরপাত।
আসল বান্দা ধরা পড়ে গেল, বছরও আসিল ঘুরে,—
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হ'য়ে জোড় হাতে কয় নাগরিক সদাগর,
"ক্ষমা কর মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?"
লোকমান কয়, "ওগো নির্দয়, মিছে চাও আজ ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।



কৃপণের দান

টাকার কুমীর প্রেমদাস সাউ কঞ্জুস ছিল বড়,
ছাড়িত না সুদ একটি পয়সা যত হাতে পায়ে ধরো।
তুলসীর মালা গলায় তাহার হরিনামঝোলা হাতে,—
সুদের হিসাব করিতে করিতে বেড়াত উঠানে ছাতে।
একমুঠি কেহ ভিক্ষা চাইলে লাঠি নিয়ে যেত তেড়ে।
আধপেটা খেয়ে, টেনা প'রে টাকা মাটিতে রাখিত গেড়ে!
সহসা একদা—ভগবান কারে নিয়ে যা'ন কোন্ দিকে,—
তার আজীবন-সঞ্চিত ধন খয়রাতে দিল লিখে।
ডাক্তারখানা, টোল, ইস্কুল, দেউল, অতিথি-শালা,
নির্মাণ তরে দিল সব, শুধু রেখে ঝোলা আর মালা।
নামাবলী গায়ে কাঁথাখানি ঘাড়ে, 'শ্রীরাধামাধব' ব'লে
প্রেমদাস সাউ গেলেন সহসা শ্রীবৃন্দাবন চ'লে।
যার নাম কেউ করিত না ভয়ে পাছে তার, হাঁড়ি ফাটে,
শত বার আজ নাম না করিয়া কারো দিন নাহি কাটে।

চিরদিনকার অভাব ঘুচে না মুষ্টিভিক্ষা পেয়ে।
অনেক কৃপণই দেশের বন্ধু যোগী ও ভোগীর চেয়ে।
কৃপণের ঘরে কুহরে কোটরে দেশের বিত্ত জমে ;
তাতে হয় লাভ, সমূলে অভাব ঘুচে তায় ক্রমে ক্রমে।
চন্দনতরু একটিও ফল দেয়নি ক্ষুধিতে ভুলে,
একটিও ফুল ফুটায়ে কখনো তুষেনিক অলিকুলে।
দুর্গম মূলদেশে তার কেউ পায়নি শীতল ছায়া,
ব্যাঘ্রশাসিত কানন তাহার সর্পে ভূষিত কায়া।
একদা তাহার সারা দেহভার নিবেদিল অকাতরে,
দারুভূত ঐ নিবিড় ভক্তি পলে পলে রস ক্ষরে।



দুই পণ্ডিত

জয়নারায়ণ তর্করত্ন করছেন কাশীবাস
ছিন্ন ক'রে এ সংসারমায়াপাশ।
বড় দরিদ্র, একবেলা ডালভাত
খান তিনি রেঁধে স্বপাকে পুড়ায়ে হাত।
সত্র হইতে প্রত্যহ তিনি দুই মুঠা চা'ল পা'ন,
তাহাতেই তিনি ক্ষুধা দূর করি রক্ষা করেন প্রাণ।
ধনী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র—এই দশা তাঁর দেখে
ভাবিলেন 'এঁকে বাঁচাতেই হবে দারিদ্র্য-দায় থেকে।
এত বড় যিনি পণ্ডিত আর এত যাঁর যোগ্যতা,
অন্ন অভাবে দুঃখ পাবেন, বড় লজ্জার কথা!'

তাঁরে কিছু নাহি বলি
একদা ভিনিস সাহেবের কাছে সটান গেলেন চলি'।
বিদ্যাপীঠের সর্বাধিনেতা তিনি
কহিলেন তাঁরে—"সাহেব, রহিব ঋণী—

জয়নারায়ণে শিক্ষক নিয়োজিলে।
বড় পণ্ডিত, এই কাশীধামে জুড়ি তাঁর নাহি মিলে।
যে কোনো শাস্ত্র পড়াইতে পারে, নিঃস্পৃহ, সদাশয়,
জানে না কেবল কেমন করিয়া অর্থ আগম হয়।
যে কোন মাহিনা দিলেই চলিবে তারে,
বেশী কিছু নয় কাশীবাস যেন আরামে করিতে পারে।"

ষাট টাকা মাহিনায়
একটি চাকুরী দিলেন সাহেব তাঁয়।
শুভ সংবাদ বহন করিয়া পণ্ডিত-শিরোমণি
আসিলেন তক্ষণি
যেখানে বসিয়া জয়নারায়ণ করিছেন স্তবগান,
মহা আনন্দে, করি গঙ্গায় স্নান,
পূজার পুষ্প করি তিনি আহরণ,
গামছা পরিয়া ঘষিছেন চন্দন।

মহেশচন্দ্র কহিলেন—"ওহে তর্করত্ন, শোনো,
আর অভাবের দুঃখ রবে না কোনো।
চন্দন-ঘষা রাখো
চন্দন ঘষে পোড়া পেট ভরেনাকো।
কুঁড়ে ঘরে জল-পড়া
স্তবগান গেয়ে যায় না বন্ধ করা।
ষাট টাকা মাহিনার
অধ্যাপনার কাজ জুটিয়েছি। ন্যায় ও অলঙ্কার

কাল হ'তে তোমা পড়াতে যে হবে সরকারী বড় টোলে,
অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি ভিনিস সাহেবে ব'লে,
এইবার তুমি নিয়ে এসো পরিবার,
হবেনাক আর রেঁধে খাওয়া দরকার।"
একথা শুনিয়া জয়নারায়ণ মুছিয়া চোখের জল,
সাদরে ধরিয়া মহেশের করতল,
কহিলেন তিনি,—"এই দয়া আপনার
চিরদিন মোর স্মরণে থাকিবে, কি বলিতে পারি আর ?

একটি মাত্র বলিবার আছে কথা,
সঙ্কোচে মরি পাছে মনে পা'ন ব্যথা !
নারায়ণ ছাড়া কারো দাসত্ব আমি
করিব না আর, তিনি শুধু মোর স্বামী।

তাঁহারে সেবিতে প্রাণ মন সঁপি হইতে তাঁহারি দাস,
গৃহবাস ছাড়ি আমার এ কাশীবাস।
তাঁর কথা ছাড়া নাই মোর কোন জ্ঞান,
তাঁহার মহিমা ছাড়া নাই মোর ধ্যান।

অর্থের মোহ আনে বিদ্রোহ, অর্থের প্রলোভনে
হরির চরণে শরণাপন্ন জনে
বিষয়ান্তরে টানা কোন সদাশয়
কল্যাণকামী বন্ধুর কাজ নয়।

আপনি মহান্, আপনি উদার, আপনি হৃদয়বান,
এ আশিস্ শুধু করুন আমায় দান,—

শ্রীহরির পায় বাড়ে যেন মোর রতি,
বিষয়ান্তরে যায়নাক যেন মতি।

শরীরধারণে প্রয়োজন বেশী নয়,
দু' মুঠা অন্ন, তা ছাড়া অন্য ভোগ্যেরে করি ভয়।
যোগক্ষেমের ভার
মোর হাতে নাই, সঁপেছি যে হাতে তাঁর।
রাখি এ ভরসা মনে,
অন্নদা মার এই কাশীধামে মরিব না অনশনে।"

মহেশচন্দ্র ফিরিয়া গেলেন ফেলিয়া দীর্ঘ শ্বাস
নির্বাক তিনি, ভাবিলেন মনে—'আমিও ত কাশীবাস
করিতেছি, তবু কত না তফাৎ জয়নারা'ণের সাথে।'
বার বার তিনি নয়নের জল মুছিলেন দুই হাতে।
ভাবিলেন তিনি—যত পুঁথিগত জ্ঞানবিদ্যার ভার,
সকলি অসার, ভবনদী পারে কী মূল্য আছে তার!





সাবিত্রী বাঈ

বেলভাড়িগড়ে সাবিত্রীবাই হুঙ্কারি কয়—"রাঘব রাও,
লুণ্ঠন ক'রে কারা চলে যায় সন্ধান নিয়ে মোরে জানাও।
নিরীহ শান্ত গ্রামবাসিগণ
তাদের অন্ন করি লুণ্ঠন
কোন্ দস্যুরা গর্জিয়া চলে পথরোধ কর, ত্বরায় যাও।"

গ্রামের প্রহরী জানাইল আসি' ভয়কম্পিত স্খলিত স্বরে
কর্ণাটপুরী করিয়া বিজয় শিবাজীর সেনা ফিরিছে ঘরে।
পথের দুধারে লুটেছে রসদ
প্রতিরোধীদের করিতেছে বধ,
বীর রঘুনাথ আগে আগে চলে গৈরিক কেতু তাহারি করে।

কহিল রাঘব, "নিরুপায় মোরা শক্তি মোদের মুষ্টিমেয়,
শিবাজীর সেনা দক্ষিণাপথে কে না জানে মাগো অপরাজেয়।
সিংহের সাথে বৃকের লড়াই
চালাতে পারিব, করি না বড়াই,
বন্যাঝঞ্ঝাসম জেনে এরে ক্ষান্ত থাকাই মোদের শ্রেয়।"

গর্জি উঠিল সাবিত্রীবাই "একি কথা শুনি বীরের মুখে !
সিংহের সাথে সিংহী লড়িবে, সাজো রণসাজে দাঁড়াও রুখে।
প্রজা কি আমার হয়েছে মা-হারা ?
যারই সেনা হোক দস্যু তাহারা
যুঝিব বুঝিব কত বল ধরে, উঠুক শৌর্য গর্জি বুকে।"

এত কহি দেবী সাবিত্রীবাই চর্মবর্মে আসিল সাজি,
বাহির হইল গড় হতে দ্রুত তরবারি করে আরোহি বাজী।
গড়ের চূড়ায় উড়িল নিশান
দেউড়ির 'পরে বাজিল বিষাণ
গর্জি উঠিল দুইশত সেনা—'জয় সাবিত্রীবাই মাতাজি।'

দুইশত সেনা রণে আহ্বান করিল মাওয়ালি পঞ্চশতে,
অসম বিষম সমর বাধিল গড়ের নিকটে গ্রামের পথে।
দুর্গেশ্বরী যুঝে আগে আগে
মাওয়ালী দস্যু সব ভয়ে ভাগে,
শোণিতসিক্ত গ্রামপথখানি ভরিয়া যাইল আহতে হতে।

জয়গৌরব করিছেন ভোগ শিবাজী তখন কোহ্লাপুরে।
উড়িছে তাঁহার ভাগোয়া জেন্দা বাজিছে ডঙ্কা দুর্গচূড়ে।
পঞ্চশতের তিনশত ল'য়ে
দাদাজী তখন ফিরিল সভয়ে
বিজয়ী সেনার পরাজয় গ্লানি ঘোষিত তখন নগর জুড়ে।

জুড়ি দুই পাণি কহিল দাদাজী "অদ্ভুত প্রভু সে বীরপনা।
লুণ্ঠিত ধন সবই লুণ্ঠন করিয়া লইল বীরাঙ্গনা।

অবলার হেন শৌর্য ত প্রভু,
এ মহারাষ্ট্রে দেখি নাই কভু
শুনি নাই কভু রমণী করেছে এমনই সৈন্য-পরিচালনা।"
শুনি শিবাজীর ভ্রূকুটিকুটিল মুখমণ্ডল শঙ্কাবহ,
কহিলেন, "অসি ত্যাগ কর, তুমি সেনানায়কের যোগ্য নহ।"
শান্ত হইলে দুর্জয় ক্রোধ
বলিলেন পুনঃ—"লও প্রতিশোধ,
বেলভাডিগড় কর অবরোধ দু'হাজার বাছা সৈন্য সহ।"
দুই সহস্র যোদ্ধা লইয়া দাদাজী আবার যাইল ফিরে।
প্রতিহিংসার উল্লাসে মাতি ছাউনি ফেলিল কেল্লা ঘিরে।
গড়ের ভিতর সাবিত্রীবাই
ভাবিল আর ত নিস্তার নাই,
তবুও মারাঠা শত্রুর করে সঁপিল না ভয়ে কেল্লাটিরে।
মাস দুই গেল, রসদ ফুরাল, খুলিল একদা লৌহ দ্বার।
সকলের আগে দুর্গেশ্বরী রণদুর্গার মূর্তি তাঁর
যে আসে সমুখে যায় তার শির,
হঠে' হঠে' যায় বড় বড় বীর,
মরীয়া হইয়া আগাইল শেষে মারাঠা সাখুজী গায়কোবাড়।
জানিত রমণী-হত্যা করিলে ক্ষমা করিবে না শিবাজী তায়।
বীরাঙ্গনার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিল বর্শাঘায়।
শিকল পরায়ে তার হাতে পায়ে
অশ্বের পিঠে লইল চড়ায়ে
বলিল —"পিশাচি, চলো এইবার কুকুরের মুখে সঁপি তোমায়।"

জয়গৌরবে ফিরিয়া আসিল বিজয়ী সাখুজী গায়কোবাড়।
ভাবিতে লাগিল কত না ভীষণ দণ্ড হইবে স্পর্ধিতার।
করিয়া বিবাদ শিবাজীর সাথে
পায় না রেহাই আফজলও তাতে,
ভাবিল সাখুজী দুর্গ জিনিয়া কত না পাবে সে পুরস্কার।

শিবাজীর আগে বন্দিনী সহ দাঁড়ায়ে কহিল,—"শয়তানীরে
আমিই বন্দী করেছি রাজন্, ডা'ন হাতখানা নিয়েছি ছিঁড়ে।
সম্মুখে এর গিয়াছে যেজন
সেই মরিয়াছে, আমিই রাজন্
চুল ধরে শেষে মাটিতে নামাই ঘোড়া হতে এই পাপীয়সীরে।"

কহিল দর্পে সাবিত্রীবাই, "ভেবেছ জীবন যাচিয়া লব?
মরণে ডরি না ধর্মের লাগি সব যন্ত্রণা পাড়ন স'ব।
সহিয়াছি পথে বহু লাঞ্ছনা
অতি কুৎসিত গালি গঞ্জনা।
লুণ্ঠন আর নিরীহ-পাড়ন এই কি রাজার ধর্ম তব?

যাদের পালন-রক্ষণ-ভার দিলেন বিধাতা আমার করে।
আমার জীবন রাজ্য ও ধন নিবেদিব সব তাদেরি তরে।
মাতৃধর্ম করেছি পালন,
তাহার দণ্ড করিব বরণ।
সন্তান তরে বরিতে মরণ সাবিত্রীবাই কভু না ডরে।"

বন্দিনী পানে চাহিয়া শিবাজী স্নেহে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে
হস্তপদের শৃঙ্খল তার খুলিয়া দিলেন আপন হাতে।
জুড়ি দুই পাণি কহিলেন তিনি—
"বন্দিনী নও, তুমি নন্দিনী,
ক্ষমা কর মাগো মহিমা তোমার বুঝিনি জয়ের অহমিকাতে।

বুদ্ধির ভুলে এই অপরাধ আজিকে জননী ক্ষমিতে হবে।
ছত্রপতির ছত্রের গায় এই কলঙ্ক-চিহ্ন র'বে।
তুমি বীরবালা তব সম্মান
রাখিতে পারেনি মূঢ় সন্তান,
তোমার গর্ভে জনম লভিয়া সাধ যায় মাগো ফিরিতে ভবে।

ফিরে যাও তুমি আপন দুর্গে অধমে লজ্জা দিও না আর
আজি হ'তে জেন এই সন্তান লইল তোমার সকল ভার।
এক ভুজ গেছে ফিরিবার নয়,
দশভুজা তুমি, তোমার কি ভয়?
ফিরে যাও, সতি, সব ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করিব তব প্রজার।"

নামিল কাবেরী প্রপাতের ধারা দুইটি নয়নে সাবিত্রীর।
স্তব্ধ সভায় নত শিরে যত দাঁড়ায়ে রহিল মারাঠা বীর।
সাখুজী ধরিয়া দেবীর চরণ
কাতর কণ্ঠে বলিল তখন
"ক্ষমা কর মাতঃ এই পশুটারে তোমার চরণে লুটাই শির!"

দাদাজীর পানে চাহিয়া শিবাজী কহিলেন—"এরে বন্দী করি
দাও কারাগারে, প্রায়শ্চিত্ত করুক তাহারই শিকল পরি।

নারীর মান যে রাখিতে না পারে
হীন কাপুরুষ জানিবে তাহারে।
শিবাজী কখনো ক্ষমে নাক তারে ঘোষণা কর এ রাজ্য ভরি।

উচিত দণ্ড হ'ত সাখুজীর বাহুর ছেদন বিধান হ'লে।
রেহাই পাইল মরণে, দেবীর চরণে শরণ লয়েছে ব'লে।
পূরা অপরাধ নয়ক তাহার
তাই তার সাজা হলো কারাগার।"
'জয় সাবিত্রী মাতাজীর জয়' গাইল সকলে উচ্চরোলে।



দুর্বাসার পরীক্ষা

ঘোষযাত্রায় পেয়ে কুরুপতি চূড়ান্ত অপমান
গৃহে ফিরে এসে ত্যজিল অন্নপান।
ধর্মরাজের ক্ষমা হ'লো বুকে স্বর্গরাজের বাজ,
মাথা হেঁট ক'রে রয় লাজে কুরুরাজ।
এমন সময় আসিলেন পুরে দুর্বাসা মহামুনি
ধাইল নৃপতি অতি দ্রুতগতি তোরণে বারতা শুনি।
দশ সহস্র শিষ্য তাঁহার সাথে,
অতিথি হ'লেন রাজার ভবনে সহসা অর্ধরাতে।
স্বয়ং দুর্যোধন
ঋষির চরণ সুরভি সলিলে করিল প্রক্ষালন,
রত্ন আসনে বসাইয়া ঋষিবরে
বসিয়া নৃপতি পদতলে জোড় করে
কহিল—"হে প্রভু, কি আদেশ হয় দাসে,
শুভ আগমন তব কোন অভিলাষে,
জানিতে পারিলে আদেশ পালনে ত্বরা তৎপর হ'ব।
ধন্য হৈল এ কুরুরাজ্য চরণধূলায় তব।"

কহিলেন ঋষি—"কিরূপে বহিছ রাজার ধর্মভার,
করিছ কেমন অতিথির সৎকার,
করিতেছ কিনা কুরুবংশের গৌরব-রক্ষণ,—
সে সবই জানিতে হেথা মোর আগমন।"

অতিথিসেবায় মুক্ত হইল কুরুরাজ-ভাণ্ডার,
দেশ দেশ হ'তে আসিতে লাগিল সামগ্রী ভারে ভার।
শত ভাই মিলে পরিচারকের মত
দশ সহস্র শিষ্যগণের সেবায় হইল রত।

একমাস পরে দুর্বাসা ঋষি কহিলেন—"কুরুরাজ,
বিদায় লইব আজ।
তব আতিথ্য অনিন্দ্য অদ্ভুত,
একমাস ধার পরীক্ষা করি ধরিতে পারিনি খুঁত।
প্রজার পালনই বুঝিয়াছি তব ব্রত,
সন্দেহ নাই রাজধর্মই পালিতেছ বিধিমত
তোমার ইষ্ট কী সাধিতে পারি, কর তুমি প্রার্থনা
পূরাইতে তাহা অন্যথা করিব না।"

কহিল দুর্যোধন—
"রয়েছেন মোর বন্ধু-স্বজন মিত্র অমাত্যগণ
তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের তরে,
অর্ধদণ্ড সময় হে প্রভু যাচি আমি জোড় করে।"
তথাস্তু বলি দিলেন তাপস ভূপালেরে অনুমতি।
ফিরিলেন কুরুপতি

কহিলেন তিনি কর্ণ সখার সাথে করি মন্ত্রণা,
"কাম্যক বনে করিতেছে বাস পাণ্ডব পাঁচ জনা
দ্রুপদসুতার সাথে,
দশ দণ্ডের পরে কোন এক রাতে,
কুটীরে তাহারা যখন সুপ্ত রবে,
দশসহস্র শিষ্যের সাথে অতিথি হইতে হবে।"

'তথাস্তু' বলি হাসি'
কহিলেন ঋষি—"আপাতত তবে আসি।"
চলিলেন ঋষি প্রভাসতীর্থ পানে
কাম্যকবনে পাণ্ডবগণ রয়েছেন যেইখানে।

প্রথম প্রহর রজনী অতীত। তখন অকস্মাৎ
পাণ্ডবদের আশ্রমে হ'ল মহা অনর্থপাত।
দুর্বাসা ঋষি সহসা হাঁকিল—"কোথায় যুধিষ্ঠির ?
সন্ধ্যাস্নান বন্দনা তরে চলিনু সিন্ধুতীর,
দশ সহস্র শিষ্য রয়েছে সাথে
তাদের ভোজ্য প্রস্তুত রাখ, ফিরিব অর্ধরাতে।"
পাদ্য অর্ঘ্যে তুষিয়া ঋষিরে কহেন ধর্মরাজ,
"চরণের ধূলি পড়িল কুটীরে পরম ভাগ্য আজ।
ভয়ে ভয়ে প্রভু করিতেছি নিবেদন
কি কারণে তব অসময়ে আগমন ?"
কহিলেন ঋষি, "হস্তিনাপুরে ছিলাম একটি মাস
হ'লো তোমাদের দেখিবার অভিলাষ।

তাই আসিলাম, নাই কোন প্রয়োজন।
ক্ষুধায় কাতর, কর সত্বর ভোজনের আয়োজন।"
যুধিষ্ঠিরের মাথায় হৈল সহসা বজ্রপাত,
এখন গভীর রাত,
কেমন করিয়া দশ সহস্র ঋষিশিষ্যের মুখে
অন্ন দিবেন রহিয়া বনের বুকে।
ফিরিয়া আসিয়া মুনি
কোপে অভিশাপে ভস্ম করিবে আহার্য নাই শুনি'।
হরি ছাড়া আর এ বিপদে কেবা ত্রাতা ?
ডাকিতে লাগিল আর্তকণ্ঠে তখন পঞ্চ ভ্রাতা,
"ডাকি তোমা, হরি, মহাসঙ্কটে পড়ি,
পাণ্ডবদের বিপৎ-সাগরে তোমার কৃপাই তরী।
স্মরিলেই তুমি আসিবে বলেছ,—স্মরি তোমা বারবার
একবার এসে কাণ্ডারী হ'য়ে সঙ্কটে কর পার।"

স্মরণ মাত্র বাসুদেব উপনীত।
সকলি শুনিয়া কহিলেন—"গৃহে নাই কিছু সঞ্চিত ?"
কহিলেন ভীম—"কিছু নাই সম্বল,
কলসীতে শুধু আছে তৃষ্ণার জল।"
বলিলেন হরি, "এসেছি যখন আর ভয় নাই ভাই,
দেখি পাকশালে কিছু যদি খুঁজে পাই।"
কহিল কৃষ্ণা——"একটি কণাও অন্ন ত নাই ঘরে
আমরা নৈশ ভোজন সেরেছি দশ দণ্ডের পরে।"

কহিলেন হরি,—"দেখ এঁটো পাতে যদি কিছু খুঁজে পাও,
সরিষার মত কণিকা পেলেও মোর হাতে তাই দাও।"
দ্রৌপদী গেল উঠি
রান্নাঘরের পাকপাত্রের গাত্র হইতে খুঁটি
এককণা ভাত একপাতা শাক কষ্টে পাইয়া খুঁজি,
কহিল হরির হাতে দিয়ে তাই—'এইত মোদের পুঁজি।"
ভগবান তাই মুখে দিয়ে ক'ন—"এ যে স্বর্গীয় সুধা,
দূর হ'য়ে গেল ইহাতেই মোর ক্ষুধা।
মাভৈঃ ভ্রাতৃগণ,
হবেনাক আর ঋষির দলের আহারের প্রয়োজন।
ফিরিবে না তারা রাতে।
শুধু তারা কেন? জগৎ তৃপ্ত হয়েছে আমারি সাথে।
সিন্ধুর তীরে যাও যদি একবার
দেখিবে ঋষির অযুত শিষ্য তুলিতেছে উদ্গার।"
পরদিন লাগি করিবারে আয়োজন
উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন হাসিমুখে নারায়ণ।

প্রভাত হইলে সংবাদ পেয়ে শত শত বনবাসী
আনিতে লাগিল আহার্য রাশি রাশি।
মৃগয়া করিয়া চারি ভাই ফিরি রচে মাংসের স্তূপ,
কৃষ্ণা রাঁধিল অন্নের কূট, ব্যঞ্জন নানারূপ,
বেলা দু'পহরে স্নান অবসানে দুর্বাসা ধীরে ধীরে
শিষ্যগণের সঙ্গে এলেন ফিরে'।

বলিলেন—“মহারাজ,
তব আশ্রমে সশিষ্য আমি ভোজন করিব আজ।
কালি দু’পহর রাতে
স্নানান্তে যবে বসিনু রাত্রিকালীন বন্দনাতে,
ক্ষুধার পীড়ন সহসা কেমনে হয়ে গেল নিঃশেষ,
অনুভূত হ’ল সকলেরই গুরু ভূরিভোজনের ক্লেশ,
রহিল না গায়ে নড়া বা চলার জোর,
গভীর ঘুমেই রাত্রি হইল ভোর।
কি যে হ’ল তাহা বুঝিতে নারিনু ঠিক,
কখনো জীবনে ঘটেনি এমন ঘটনা অলৌকিক।
তোমার ধর্মবলের কথা ত ঋষিরা সবাই জানে।
ধর্মই তব রক্ষক বলি জানিলাম মনে প্রাণে।”

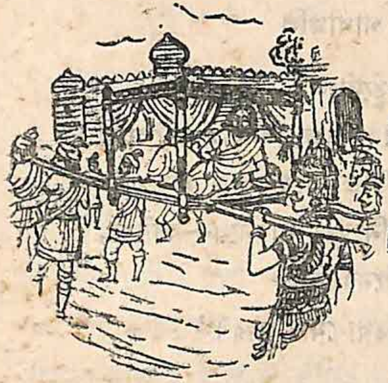
প্রভূত ভোজনে তৃপ্ত হ’লেন ক্ষুধার্ত্ত ঋষিগণ,
অমৃতের মত কৃষ্ণার রন্ধন,
পেয়ে উপাদেয় খাদ্যপেয়ের স্বাদ,
মুক্ত কণ্ঠে উচ্চারিলেন ঋষিগণ সাধুবাদ।
বিদায়ের কালে কহিলেন দুর্বাসা,
“হবে রাজোচিত আয়োজন হেথা করিনিক প্রত্যাশা।
তৃপ্তি দিয়াছে তোমার সেবা ও আতিথ্য-সমাদর,
যাহা সাধ যায় চেয়ে লও তুমি বর।”

করজোড় করি কহিলেন ধীরে নৃপতি যুধিষ্ঠির—
“সত্যের পথে রহি যেন প্রভু চিরদিন স্থির ধীর,

যতই দুঃখ, যতই বিপদ, যতই নির্যাতন
আসুক, ধর্মে রয় যেন প্রভু অবিচলিত এ মন।
এর বেশী মোর নাইক প্রার্থনীয়,
হে ঋষি, মোদের পদতলে ঠাঁই দিও।"

স্নেহবিগলিত মধুর কণ্ঠে কহিলেন দুর্বাসা,
"তোমার শ্রীমুখে এই কামনাই করেছিনু প্রত্যাশা।
ভবনের রাজা বনের রাজায় কত যে প্রভেদ, তাই
ভাবিতেছি আমি, মোর দ্বিধা আর নাই।
ধর্মের তরে দুঃখ স্বীকার তপ বই কিছু নয়,
ব্যর্থ হয় না কোনো তপস্যা, ধর্মেরই হয় জয়।"





কবির সম্মান

বুঁদেলখণ্ড—নৃপতি ছত্রশাল
গুণিজনসেবী প্রজার বন্ধু সদাশয় লোকপাল।
উঠি প্রাসাদের ছাতে
দেখিলেন এক প্রাতে
অনেক হস্তী অশ্বারোহীর সাথে
কে যেন চলেছে মহাসমারোহে বহুজন পরিবৃত,
কোন সামন্ত রাজা বলি তারে হয় নাক' অনুমিত।
সেলাম না দিয়া এ পথে চলিতে কাহার স্পর্ধা হবে!
বলিলেন রাজা—"দেখতো প্রহরী কেবা যায় হোথা তবে।"

তখন উদিছে রবি,
প্রহরী ছুটিল, ফিরিয়া জানাল—"শিবাজীর সভাকবি
ভূষণ চলেন ; যাবেন অনেকদূর
সাতারা হইতে গিরি বিক্রমপুর।
শুনি তা অশ্বে আরোহি নৃপতি খোদ
দ্রুত সেথা গিয়া করিলেন পথ রোধ।

রূপার চতুর্দোলে
অর্ধশায়িত কবিবর। রাজা বিনয় মধুর বোলে—
বলিলেন তাঁরে প্রণতি জানায়ে জোড় করি ছুটি কর,
"এই অভাজন করে নিবেদন সবিনয়ে—কবিবর,
একটি দিনের তরে
নিতে হবে পথে আতিথ্য মোর ঘরে।"

তথাস্তু বলি চলিলেন কবি অনুচরগণ সাথে
ছত্রশালের পশ্চাতে পশ্চাতে।
কবিরে বসায়ে আপন সিংহাসনে,
অতি নিবিষ্টমনে
শুনিলেন রাজা কবিমুখে কত কাব্যকাহিনী গান।
পরমোৎসবে হলো দিবা অবসান।

সন্ধ্যায় রাজা ডাকিলেন দরবার
পুরজন মিলি সঁপিল কবিরে কত নানা উপহার।
কবির নান্দী গাহিল চারণ ভাট,
করিলেন কবি অনেক কবিতা পাঠ।

পরদিন প্রাতে কহিল মন্ত্রী রাজারে নিভৃতে ডাকি—
"রাজকোষ প্রভু নিঃশেষপ্রায় খবর রাখেন তা কি ?"
সঞ্চিত ধন যুদ্ধে হয়েছে শেষ,
অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ করেছে দেশ
সূর্যের খর তাপ।
প্রজার খাজনা সবি করেছেন মাফ।

শিবাজীর কবি! তাঁর মর্যাদা আজ
কিসে রাখিবেন ভেবেছেন মহারাজ?"
কহিলেন মহারাজ
"ভেবেছি মন্ত্রী, চিন্তা কোরোনা হবে নাক' পেতে লাজ।
পেয়েছেন তিনি হস্তী অশ্ব ধন জন জায়গীর
ধন তাঁর কাছে তুচ্ছ বস্তু উন্নত তাঁর শির।
বিদায়-বেলায় আমি যা সঁপিব ধনের চেয়ে তা বড়,
মন্ত্রী মশাই বৃথাই চিন্তা কর।"
রাজকীয় গৌরবে

বিদায়-বেলায় চতুর্দোলায় উঠিলেন কবি যবে
বাহকগণের সাথে
দিলেন নৃপতি আসি নিজ কাঁধ তাতে
চলিলেন রাজা বহি সে চতুর্দোলে
রাজপুরী পার হলে
কহিলেন কবি,—"ক্ষান্ত হউন প্রভু,
এত বড় মান-মর্যাদা আমি জীবনে পাইনি কভু।
আমি কেন শুধু এত বড় মান কোন কবি এই ভবে
পায়নিক প্রভু। আপনার দান ইতিহাসে লেখা রবে।

রাজ-অমাত্য পরিজন পুরজন
স্তম্ভিত হয়ে হেরিল সকলে এ দৃশ্য অতুলন।

———



গুণীর পুরস্কার

বাদশা' কহিল, "বন্ধু গুণিবর. যে আনন্দ দিয়া
সঙ্গীতের সুধারসে পুলকিত করিয়াছ হিয়া,
তার বিনিময়ে আজ দিব তোমা যোগ্য উপহার,
লও এই বাজুবন্ধ একলক্ষ মুদ্রা মূল্য যার।"

গুণী কহে, "ধন্য আমি, উপহার মাথায় নিলাম,
জাহাঁপনা আপনারই যোগ্য দান, সেলাম, সেলাম।"
বাদশা' কহিল পুনঃ, "ওস্তাদজি, কেহ কি সংসারে
সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হ'য়ে এর চেয়ে দিতে বেশি পারে ?"
ওস্তাদ কহিল, "যদি বেয়াদবি মাফ হয় স্বামী—
এনে দিতে পারি আমি উপহার এর চেয়ে দামী।"
বাদশা' কুপিয়া কয়—"এত স্পর্ধা নিমক-হারাম,
কার অন্নে পুষ্ট হয়ে হলো আজ তোমার সুনাম ?
এমন সমঝদার মোর মত রসিক সুজন,
এদেশে—এদেশে কেন, দুনিয়ায় আছে কি দুজন ?"
ওস্তাদ কহিল, "প্রভু রহিল, এ দান আপনার
যা বলেছি মাফ চেয়ে করিব না তাহা প্রত্যাহার।"

বাদশা' বলিল রাগি'— "দত্ত ধন ছুঁই নাকো আমি,
যাও তুমি, বাজুবন্ধ নিয়ে এস এর চেয়ে দামী।"
ওস্তাদ বলিল, "তবে চলিলাম প্রভু আজ্ঞা পালি'
বাঁধিলাম বাজুবন্ধ বাম হাতে, ডা'ন রোক খালি।"

কিছুকাল কেটে গেল পথে পথে বীণা করি সার।
ওস্তাদ আশ্রয় খোঁজে রাজাদের দুয়ার দুয়ার,
লক্ষমুদ্রা দামী ভূষা গোপনে বস্ত্রের তলে থোয়,
ভিক্ষা করে গান গেয়ে পথে পথে, তরুতলে শোয়।
এমনি করিয়া ঘুরি কিছুকাল অসহায় বেশে,
আশ্রয় জুটিল তার মরুপারে একরাজ্যে এসে।
সে রাজ্যের সুবাদার গুণিবরে বরিল সভায়,
রসজ্ঞ পাইয়া গুণী প্রাণ ভ'রে আজি গান গায়।
মাস যায়, বর্ষ যায়, মাসোয়ারা গুণী নাহি লয়,
সঞ্চিত হউক প্রভু প্রাপ্য মোর, জিজ্ঞাসিলে কয়।
নবাব যৌবন পুন ভুঞ্জে প্রেম-গদ্‌গদ হৃদয়ে,
স্বর্গের মন্দারগন্ধ কণ্ঠানিল আনিতেছে ব'য়ে,
কভু বৃদ্ধ আত্মহারা, দরদর ভাসে অশ্রুনীরে,
বক্ষে ধরে মুগ্ধ চিত্তে বাহুপাশে কভু সে গুণীরে।

দশবর্ষ হলো গত। সুবাদার কহিলেন, "গুণি,
ফুরায়ে আসিছে দিন, শমনের পদধ্বনি শুনি,
তোমার সকল প্রাপ্য বুঝে লও যা আছে সঞ্চিত,
জীবনান্তে পুত্রগণ হয় ত' বা করিবে বঞ্চিত।

লক্ষাধিক মুদ্রা তব জমিয়াছে। এক লক্ষ আর,
দিয়াছ যে রসানন্দ জেনো বন্ধু পুরস্কার তার।"
কহিলেন গুণিবর জোড় হাতে, "দুই লক্ষ দিয়া
ডা'ন হাতে বাজুবন্ধ দয়া করি দিন গড়াইয়া।
ডা'ন হাত আছে খালি—পূর্ণ করি প্রতিজ্ঞা আমার।"
এই বলি জানালেন গুণিবর সকল ব্যাপার।
কহিলেন সুবাদার, "পুরস্কার দুই লক্ষ তবে,
দুই লক্ষ টাকা দিয়ে বাজুবন্ধ গড়াইতে হবে।"

বহুমূল্য রত্নে খচা বাজুবন্ধ পরি' ডা'ন হাতে
একদিন গুণিবর দাঁড়ালেন নবাবী সভাতে।
সেলাম করিয়া ধীরে কহিলেন, "ধন্য এ গোলাম,
আজি হ'তে ডা'ন হাতে তোমারেই করিব সেলাম।"
বাজুবন্ধে বাঁধা দিয়ে ডা'ন হাত, গাহি স্তুতিগান
বিদায় নিলেন গুণী দীনকণ্ঠে সজল নয়ান।

সেই হ'তে ডা'ন হাত কারো লাগি ছোঁয়নি ললাটে,
দর্পে চলে গুণিবর এইবার ভেটিতে সম্রাটে,
শাহী মজলিসে এসে কহে গুণী, "ফিরে আসিলাম
যে হাতে তোমার দান, সেই হাতে লও এ সেলাম।"
চমকিত সভাজন। দুই ভুজে করি দৃষ্টি দান
সিংহাসন ত্যজি ত্বরা মৃদু হাসি কহে সুলতান—
"ফিরিয়া এসেছ বন্ধু, এস তবে এই বক্ষে ফিরে,
মিলন হউক পুন আলিঙ্গনে নয়নের নীরে।

বহু দুঃখে দশবর্ষ তোমার বিরহে রহিলাম,
করিয়াছ দর্প চূর্ণ—বাঁ হাতেই করিও সেলাম।
শুধু আপনারি দেশে সমাদর রাজা বাদশার
গুণীর আদর মান সব ঠাঁয়ে এই দুনিয়ার।"



কাঠের তরবারি

নরসিং রাও নয় নরপতি, দলপতি বলা যায়।
জমিজমা তার ছিল বহু, আর সখ ছিল মৃগয়ায়।
ভুবন চোহান তাহার অধীনে ছিল এক জমাদার,
জমাদারি করি পুষিত ভুবন প্রকাণ্ড সংসার।
হরিনামে তার ঝরিত নয়নজল,
হৃদয়ে ভক্তি, কটিতে তাহার তরবারি সম্বল।
পেটের দায়ে সে করে জমাদারি, বৈরাগী তার প্রাণ,
অবসর পেলে শোনে ভাগবত, গায় সে ভজনগান।

প্রভুর সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে, একদিন জমাদার
প্রভুর আদেশ এড়াতে না পেরে নিয়ে গেল তরবার।
গর্ভিণী এক হরিণীরে বধ করিয়া ফেলিল হায়।
প্রসূত শাবক শোণিতের স্রোতে লুটায়ে পড়িল পায়।
যেই তরবারি চিরসাথী তারি—জীবিকার সম্বল,
যমুনার জলে ছুঁড়ে ফেলে তারে মুছিল নয়নজল।
ভাবিতে লাগিল রুজী জোটে কার জোরে ;
দশটি ক্ষুধিত বদনে অন্ন যোগাবে কেমন ক'রে ?

বানাইল এক কাষ্ঠের তরবারি,
খাপে পূরে তাই চাকুরি করিতে ফিরিল প্রভুর বাড়ী।
কাঠের সে অসি কোমরে ঢুলায়ে কেটে গেল মাস চার,
খাপ হ'তে তার অসি খুলিবার হ'লনাক দরকার।

শিকারে আবার নরসিং রাও যায়
সাথে যেতে হ'লো ভুবনে তাহার, এড়ানো হইল দায়।
সারা জঙ্গল হ'লো তোলপাড় পড়ে গেল বনে সাড়া,
বন্য শূকর ক্ষেপিয়া গরজি ভুবনে করিল তাড়া।
হাতীর উপর হইতে করিল নরসিং চীৎকার,
"তলোয়ার দিয়ে শূকরে ভুবন কর কর সংহার।"
তলোয়ার-বাঁটে হাত দিল না সে কাঠের পুতুল যেন,
রহিল দাঁড়ায়ে কেহ বুঝিল না হেন মতি তার কেন?

পলাল শূকর দন্তে চিরিয়া ভুবনের উরুদেশ,
ভূমিতে লুটাল ভুবনের দেহ মনে হলো সব শেষ।
রহিল ভুবন, দু'মাস শয্যাগত,
অনেক যত্ন পরিচর্যায় সারিয়া আসিল ক্ষত।
প্রভু কহিলেন—"বাঁচিয়ে দিলেন হরি,
এত দিন তোমা বলিনি ভুবন আজি জিজ্ঞাসা করি।
কি তোমার হলো? কোমরে তোমার ঢুলছিল তলোয়ার
বন্য শূকরে বধিবারে কেন করিলে না ব্যবহার?"
বলিল ভুবন হাত জোড় করি, "কাষ্ঠের তরবারি—
তা দিয়ে শূকরে কেমনে হুজুর বলুন রুখিতে পারি?"

প্রভু কহিলেন, "সে কি হে ভুবন, কোথা গেল তব অসি ?"
ভুবন বলিল, "মুক্ত সে পাপী যমুনার জলে পশি।"
সব কথা খুলে বলিয়া ভুবন ফুকারি উঠিল কাঁদি,—
"করুণা কি পাব ? আমি বড় অপরাধী।"
প্রভু কহিলেন—"ধন্য ভুবন, সাধক পুরুষ তুমি,
তোমারে বক্ষে ধরিয়া ধন্য তোমার জন্মভূমি।
তুমিত মূর্খ সাধনমার্গে আগায়েছ তুমি তবু,
যোগ্যতা নাই এই পামরের হইতে তোমার প্রভু।
দাস্য হইতে মুক্তি দিলাম, নও আর পরাধীন,
মাসে মাসে তুমি পাবে মাসোয়ারা বেঁচে রবে যত দিন।
আজি হ'তে আমি মৃগয়া দিলাম ছাড়ি,
সকল অস্ত্রে জয় করিয়াছে কাষ্ঠের তরবারি।
আর উহা নয় তোমার, ও ধন মোর হ'ল আজ থেকে,
রাধাবিনোদের চরণের তলে দিব আমি উহা রেখে।
আজি হ'তে তব সংসারভার আমি নিজে লইলাম,
যত দিন বাঁচো তাঁর কৃপা যাচো, কর তুমি হরিনাম।"

হিংসা যেদিন যাইবে দুনিয়া ছাড়ি
সব তরবারি হইবে সেদিন কাষ্ঠের তরবারি।





রাঁকা ও বাঁকা

পাণ্ডুরপুর গ্রাম,
রহিত সেথায় নিঃস্ব ভক্ত বাঁকা ছিল তার নাম।
সারা দিনমান হরিগুণগান করিত ভক্ত বাঁকা।
পতির চরণ সেবিয়া ধন্য তাহার ভার্যা রাঁকা
কোন দিন কোন করেনিক পাপ, জীবনে পড়েনি দাগ,
পাপশঙ্কায় কোন ব্যবসায় ছিলনাক অনুরাগ।
হরিসেবা ছাড়া অন্যের সেবা করিতে না চায় মন,
ভিক্ষা মাগিয়া গৃহীদের কভু করিত না জ্বালাতন।
অন্ন-ত চাই, শ্রীহরির নাম হোক যত সুমধুর,
তাহাতে কাহারো পেট-ত ভরে না, ক্ষুধা হয়নাক দূর।
বনে বনে তাই কাঠ কুড়াত সে গোবর কুড়াত পথে,
কাঠ ঘুঁটে বেচে একবেলা ভাত জুটে যেত কোন মতে।
পরমানন্দে রহিত তাহারা, দুঃখ কাহাকে বলে
জানিত না কভু, হরিনামে শুধু নয়ন ভাসিত জলে।

ভক্তের সন্ধানে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নারদ একদা উপজিল সেইখানে।

রঁাকা ও বাঁকার ভক্তি দেখিয়া অবাক নারদ ঋষি
দেখিল তাহারা নামরসধারা পিয়ে থাকে সারা নিশি।
দেখিল তাদের ছিন্ন বসন, জীর্ণ পাতার কুঁড়ে,
মেঝের উপর জ্যোৎস্না পড়েছে কুটীরের চাল ফুঁড়ে।
সম্বল শুধু মাটির ভাণ্ড, হাঁড়ী, একখানি সরা।
ইটের বালিশ, চটের শয্যা ধূলি ও কাদায় ভরা।
হেরিয়া দৈন্য নারদের চোখে নামিল অশ্রুভার,
ভাবিলেন তিনি আমার প্রভুর কি দারুণ অবিচার!
তক্ষনি তিনি ভূলোক ছাড়িয়া গেলেন গোলোক ধামে,
যেথা নারায়ণ বসিয়া আছেন লক্ষ্মীরে নিয়ে বামে।
কহিল নারদ, "দিব্যি দুজনে রয়েছ পরম সুখে,
ভক্তের তরে একটি কণাও দয়া নেই ওই বুকে।
পাণ্ডুর গ্রামে দেখিয়া এলাম রঁাকা বাঁকা দিনরাত,
ডাকিছে তোমারে, দুবেলা দুমুঠা জুটে না তাদের ভাত।
কটিতে তাদের তেনাও জুটে না, চাল দিয়ে পড়ে জল,
সারাদিন তব নামের স্মরণে এই বুঝি প্রতিফল?
পরম ভক্ত—তার প্রতি এই নিষ্ঠুর অবিচার,
জানিও ঠাকুর কেউ তোমাদের নাম করিবে না আর।
তুমি ঠাকরুন আরো অকরুণ, দুর্জনে দয়াবতী;
দেখে বুঝি ভারি আনন্দ পাও ভক্তের দুর্গতি!"
নারায়ণ শুনে হাসেন মধুর। লক্ষ্মী বলেন শুনে—
"সাধে কি নারদ চিরদিন বাঁধা রয়েছি তোমার গুণে।
ত্রিভুবনে তুমি ঘুরে যে বেড়াও তুমি খোঁজ রাখ সব,
আমরা কি বাছা অত খোঁজ রাখি? রাখাও কি সম্ভব?

এ কথা জানায়ে ভালই করেছ ছিনু তাহাদেরে ভুলি'
তাহাদের পথে ফেলে রেখে এস লও এ মোহরগুলি।"

পরমোৎসাহ ভরে
গেলেন নারদ, গোবর কুড়ায় তারা যেই পথ 'পরে।
মোহরগুলিরে পথের ধূলিতে ফেলে রেখে উৎসুক,
নারদ লুকায়ে বনের আড়ালে দেখিছেন কৌতুক।
পিছে পিছে চলে স্বামীটি তাহার আগে আগে চলে রাঁকা,
মোহর দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ধুলি দিয়া দেয় ঢাকা।
বনে বনে ঘুরি কাঠ কুড়াইয়া সেই ঠাঁয়ে এসে ফিরে,
"ভগবান আজ করেছেন দয়া," রাঁকা কয় ধীরে ধীরে
যাবার সময় মোহরগুলিরে দেখেছিনু পথ 'পরে,
ধূলা দিয়ে ঢেকে গিয়েছিনু রেখে চল নিয়ে যাই ঘরে।
এত দিন পরে বিধাতা সদয়, হলো ক্লেশ অবসান,
বনে বনে কাঠ কুড়াতে হবে না, এ-ত শ্রীহরির দান।"

বাঁকা কয়, "রাঁকা প্রিয়ে,
ভালই করেছ সোনার উপর ধূলোমাটি চাপা দিয়ে।
ধূলার চেয়েও অসার তুচ্ছ ধূলাতেই থাক প'ড়ে।
ঐদিক পানে চেয়ো না চেয়ো না তাড়াতাড়ি এস স'রে।
কোন মহাপাপ মূর্তি ধরিয়া পাতিয়াছে মায়াজাল,
ধ্বংস করিতে হায় আমাদের ইহকাল পরকাল।
পাপের পরশ এড়াইয়া চল, ওদিকে দিও না মন,
শুচি হও প্রিয়ে শ্রীহরি স্মরিয়া। নারায়ণ! নারায়ণ!"

বনের আড়ালে থাকি'
দেখি এ দৃশ্য প্রেমে নারদের ভিজিল দুইটি আঁখি।
মোহরগুলিরে কুড়ায়ে লইয়া নারদ গেলেন ফিরে,
গোলোকে লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশে কহিলেন নতশিরে,
"মোহর তোমার ফিরে লও দেবি, ফিরাতে পারিলে বাঁচি
মোরে বলে কিনা মহাপাপ আমি মায়াজাল পাতিয়াছি।"
লক্ষ্মী বলেন—"কি হলো নারদ ? মোহর লইয়া গেলে—
রাঁকা ও বাঁকার দুঃখ ঘোচাতে, না ঘুচায়ে ফিরে এলে ?"
নারদ কহিল—"ক্ষমা করো মাগো, আর অভিমান নাই,
হরিভক্তেরে আজো চিনি নাই তোমা দূষিয়াছি তাই।"
কহিলেন নারায়ণ,
"বুঝিলে এখন রাঁকা ও বাঁকায় কেন দিইনিক ধন।
অর্থ চাহিলে অনেক আগেই পেত তারা ঝাঁপি ভ'রে
তোমাকে আসিয়া তাদের দুঃখ জানাতে হ'ত না মোরে।
গভীর নিবিড় প্রেম যে পেয়েছে সে কখনও হেম যাচে ?
মণিকাঞ্চন তুচ্ছ অসার পরম ধনের কাছে।
দুঃখেরে যেবা দুঃখ না গণে মনে পুষেনাক ক্ষোভ,
ইষ্টধনে যে তৃপ্ত, তুচ্ছ দানে নাই তার লোভ।
সাধ ক'রে চির নিঃস্ব যে হয় ফেলে যায় সব পিছে,
তাহার দুঃখে বৃথা কর কৃপা, ব্যথা তার তরে মিছে।
দুঃখ এড়ায়ে ভোগের মাঝারে বৃথা মোর নামজপ,
ত্যাগ যার ব্রত দুঃখ তো তার তপ।
অভিশাপ দিতে জানে না ত তারা রক্ষা পেয়েছ তাই,
তার তপস্যাভঙ্গ করিতে আমার সাহস নাই।"



গড়পুরী গিরিসঙ্কটে

আফজলসুত ফজলের আজ জ্বলেছে কোপ,
করিবে আজি সে শিবাজীর বীর দর্প লোপ।
না ধরি তাঁহারে আজি ফিরিবে না,
ঘিরেছে দুর্গ বিজাপুরী সেনা
গিরিশির হতে কুপিত ফজল ছাড়িছে তোপ,
পিতৃবধের প্রতিহিংসার জ্বলেছে কোপ।

পবন-দুর্গে মারাঠা সিংহ পড়িল ফাঁদে,
রক্ষা যে নাই মারাঠার রাজলক্ষ্মী কাঁদে।
সুড়ঙের পথে পলায় শিবাজী,
চক্রীর কেবা বুঝে কারসাজি?
মাওয়ালীর গিরি-প্রপাত-ধারায় কে আর বাঁধে?
মারাঠাসিংহে বিজাপুরী সেনা ধরিবে ফাঁদে?
সুড়ঙের মুখে সলাবৎখাঁর সেনা-শিবির
রুধিবারে পথ এল জৌহর হাবশী-বীর।

কি কথা হইল নয়নে নয়নে
বুঝিল না কেউ, থাকিল গোপনে।
হ'ল তার সেনা মাওয়ালী-স্রোতের দুইটি তীর
ছুটিল শিবাজী ভেদি বিজাপুরী সেনা-শিবির।

ছুটিল শিবাজী নিশার আঁধারে শৈল-বনে,
শুধু একশত বাছা-বাছা বীর তাহার সনে।
ফজল যখন পেল এ খবর
তখন বিগত রাত্রি দুপর,
দশগুণ সেনা সাথে লয়ে পিছে ছুটিল রণে,
ছুটেছে শিবাজী পরিচিত পথে শৈল-বনে।

বন পর্বত দুর্গম পথ আঁধার ঘোর,
গজপুরী-গিরিসঙ্কটে হ'ল রাত্রি ভোর।
ক্লান্ত অবশ সবার শরীর
অশ্বের মুখে ফেনিল রুধির
হাঁকিল শিবাজী, "ফেলে দাও জিন লাগামডোর,
বেশী পথ নাই ছুটাও অশ্ব ছুটাও জোর।"

এখনও বিশাল-দুর্গের পথ পাঁচটি ক্রোশ,
পিছনে ছুটিছে মশালে জ্বলিছে ফজলী রোষ।
শুনা যায় দূরে সেনাকোলাহল,
দিবালোকে হ'বে সকলি বিফল,
বিশালগড়ের এত কাছে আসি, কি আফশোস!
এখনো হায় রে পথ সম্মুখে পাঁচটি ক্রোশ।

হেথা গজপুরী-সর্দার এসে কহিল—"প্রভু,
প্রাণ দিবে দাস তোমারে ধরিতে দিবে না তবু।
ভয় কি! এ দেহে থাকিতে পরাণ
ফজলের সেনা হবে আগুয়ান?
প্রভুর কার্য সাধিতে মাওয়ালি পিছ-পা কভু?"

হাতজোড় করি কহিল তখন বাজী-প্রভূ।
বুকে ধরি তায় কহিল শিবাজা,—"তোমার ঋণ,
অপরিশোধ্য। শোধ হ'তে পারে শুধু সেদিন
যেদিন এ ব্রত হইবে পূর্ণ
অরাতি-দর্প করিয়া চূর্ণ
এ দেশ আবার স্বীয় গৌরবে হবে স্বাধীন,
চলিনু বন্ধু বুকে ধরি তব শোণিত-ঋণ।"

ছুটিল শিবাজী আবার নূতন অশ্বে উঠি।
ডঙ্কা শুনিয়া গজপুরী প্রজা আসিল ছুটি।
বাজী-প্রভুর অনুচর যত
সে আর কতই? হবে পাঁচশত!
গিরিসঙ্কটে পরাণ সঁপিতে পড়িল জুটি।
শপথ করিয়া গজপুরী বীর বাঁধিল ঝুঁটি।

হাঁকে সর্দার, "চল বীরগণ সমরে সাজি,
ভবানী-দেবীর পুত্রের তরে মরিব আজি।
বৈরী-দর্প করিয়া চূর্ণ
মোদের আশা যে করিবে পূর্ণ,

তাহার লাগিয়া সঁপিব জীবন,—জয় শিবাজী।
গর্জিয়া চল গিরি-সঙ্কটে কে আছ রাজি।''

হাঁকে সর্দার, "বিজাপুরী সেনা, ক্ষণেক রহ,
শিবাজীরে চাও? আগে আমাদের জীবন লহ।
তোমাদের পথ করিতে পিছল
রুধির ঢালিবে গজপুরী দল।"
গিরিসঙ্কটে বাধিল সমর—শঙ্কাবহ
হাঁকে সর্দার—'বিজাপুরী সেনা, ক্ষণেক রহ।'

বৃথাই করিল ফজল মারাঠা কেল্লা ফতে,
বিজাপুরী সেনা বৃথাই বিশাল এ গিরিপথে।
দুই-দুই জন যেমন আগায়
মরে গজপুরী বর্শার ঘায়,
দুর্গম পথ আরো দুর্গম হতে আহতে,
দশ সহস্রে রোধিল কেবল পঞ্চশতে।

পঞ্চশতের দুই শত আছে মরেছে বাকী।
সর্দার হাতে বক্ষের ক্ষত রেখেছে ঢাকি,
নয়নে জাগিছে স্বর্গের রথ,
"এখনও ফজলে ছাড়িও না পথ।
এখনও শুনিনি তোপের শব্দ''—কহিল হাঁকি
বিশাল গড়ের দিকে কান খাড়া করিয়া রাখি॥

দুপুরে হইল তোপের শব্দ কর্ণগত,
শুনি সর্দার মুক্ত করিল বুকের ক্ষত।

হাঁকিল, "আর কি, পলাও এবার,
সময় হয়েছে বিদায় নেবার।"
দলি তার দেহ ছুটে এল বিজাপুরীরা যত।
শিবাজী তখন বিশাল-দুর্গে বিরামরত।





লালাবাবুর দীক্ষা

সিত মর্মরে খচি'   বিরাট দেউল রচি'
　　আর্ত আতুর তরে খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা   সার করি ঝোলা মালা,
　　ভক্তগণের নামে লিখি দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী,—   গুরু-করণের লাগি,
　　সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস   যেখানে করেন বাস
　　একদা এলেন সেই নিভৃত নিকুঞ্জে।
সাধুমুখে নামগান   শুনিয়া জুড়াল প্রাণ,
　　বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদ্‌গোপী-যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি'   ক'ন লালা, "কৃপা করি
　　এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"
সাধু কন স্নেহভরে   "এবে ফিরে যাও ঘরে,
　　এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন   রবোনাক উদাসীন।"
　　এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন।

লালাবাবু যা'ন ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে
ভেট-দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায়রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পারের কড়ির থলি একেবারে শূন্য ?
পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান-দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া
বাহিরে তাহার রূপ মঠ, বেদী, স্তম্ভ।
যার ধন সেই পায় লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য।"
এই ভাবি সব ছাড়ি মন্দির মঠ-বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যামরাধা নামে,
মাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে।
ব্রজবাসিগণ তায় কেঁদে পিছু-পিছু ধায়
লাখপতি ভিখ মাগে অপরূপ দৃশ্য,
সারা ব্রজমণ্ডলে রস-আলোড়ন চলে,
সাথে সাথে ভিড় করে যত দীন নিঃস্ব।
ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালি ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—গৃহিগণ ব্যস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু বদন করিয়া নীচু,—
মুষ্টি-ভিক্ষা তরে, পাতে এক হস্ত।

মাস-ছয় গেল চ'লে গুরুর চরণতলে
জানালেন লালাবাবু পুন সঙ্কল্প,
হেসে তারে গুরু ক'ন "দেরী নাই, স্নুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,— বাকী আছে অল্প।"
লালাবাবু ফিরে যান, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র ?
যায় কোন্ ফুটা দিয়া সবি তাঁর বাহিরিয়া,
কোন্ গ্লানি জীবনের দুগ্ধে গো-মূত্র !
সারা পথ আঁখিজলে তিতাইয়া লালা চলে
নয়নে নাহিক নিদ,— রুচেনাক অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি, "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী ? রেশারেশি আড়া-আড়ি,
চলিয়াছে কত দিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহর মাঝে যার অভিমান রাজে ;
সে চরম সাধনার কোথা পাবে দীক্ষা ?
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিতে-তো ভিক্ষা।"

এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, "শ্রীরাধে গোবিন্দ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলি-পঙ্কে,
শেঠ্ জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপিয়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে।
ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্তনে তাণ্ডব নর্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।
শেঠ কয় জুড়ি পাণি 'আজ পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয়-সংবাদে;
- সোণা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"
শেঠ হাঁকে, বার বার "সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি।"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা, — ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে
সবে হরি হরি বলি, করতাল-কুতূহলী।
শেঠকুল-মহিলারা ফুললাজ বর্ষে।

ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন গুরু এসে
কহিলেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা।
নেচে হরি-হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"



হাতেম তাই

স্তাবকেরা মিলি করিতেছে সবে হাতেমের গুণগান,
কহিল হাতেম—"থাম থাম সবে ঝালাপালা হ'ল কান।
এই শহরের প্রান্তে রয়েছে মোর চেয়ে ঢের বড়
একজন লোক যদিও কাঙাল তারই গুণগান কর।
চল্লিশ উট কোরবানী করি করেছিনু আয়োজন
মস্ত ভোজের, অবারিত দ্বার সবার নিমন্ত্রণ :
আমার বাড়ীতে জুটিল সবাই, করিলাম অনুভব
তৃপ্তি সুখের সঙ্গে সেদিন অপূর্ব গৌরব॥

আসিতেছিলাম উষ্ট্রে চড়িয়া বনের প্রান্ত দিয়া
দেখিলাম এক কাঙাল বৃদ্ধ কাঠ-কুটা কুড়াইয়া
জড়ো করিতেছে এক জায়গায়। বলিলাম তারে ডাকি,
হাতেমের বাড়ী বড় খানা আজ, তুমি তাহা জান নাকি ?
সবাই গিয়াছে, তুমি যাবে নাক ? সেথা আজ নওরোজ,
চল্লিশ উট কোরবানী সেথা জমেছে বিরাট ভোজ।
সে কহিল শুধু খাটিয়া যে পারে জুটাতে পেটের ভাত
তার কি অভাব ? হাতেমের দ্বারে কেন সে পাতিবে পাত ?
তার কথা শুনে হইল আমার গর্বের অবসান
গুণগান যদি করিতেই হয়, কর তারই গুণগান"॥

———



আহ্বান

রাজরাজেশের আহ্বান এলো, রাজার কার্য তাই
সাধন ভজন করিতে মন্ত্রী, ছেড়ে দিল সহসাই।
বিষয়ের বিষে বিষিয়ে উঠেছে মন,
মন্ত্রী ভাবিল এইবার করি তরিবার আয়োজন।
কহিলেন রাজা—"মন্ত্রী মশায়, একি তব দুর্মতি!
পাইয়াছ বুঝি নব প্রভু তাই বিরূপ আমার প্রতি?
বড় সমাদরে রাখিনু তোমারে আমারে ত্যজিছ তবু।
কোথায় মিলিল মোর চেয়ে, বল, এত বিবেচক প্রভু?
মন্ত্রী, তোমার আচরণ কোন্-দেশী?
বুড়া বয়সেও গেলনাক লোভ, বেতন এত কি বেশী?"
কহিল মন্ত্রী—"নিবেদন করি আপনার পদতলে,
আপনার চেয়ে ভালো প্রভু আমি পেয়েছি ভাগ্যবলে।
আপনার কাছে জোড় হাতে রই, বসার হুকুম চাই,
নূতন প্রভুর উপাসনা কালে বসিবার বাধা নাই।

ষোড়শোপচারে আপনি খেতেন আমি রহিতাম চেয়ে
নূতন প্রভুটি খাওয়ান আমারে আপনি কিছু না খেয়ে।
পাহারা দিতাম আপনি ঘুমালে জেগে রয়ে সারাখন,
আমিই ঘুমাই, প্রহরীর রূপে তিনিই জাগিয়া র'ন।

আপনি মরিলে কি হবে আমার ছিল বড় ভাবনাই ;
নূতন প্রভুটি অজয় অমর উদ্বেগ নাই তাই।
ভয়ে ভয়ে ছিনু পাছে কোন কাজে অপরাধ মোর হয়।
শত অপরাধ ক্ষমেন এ প্রভু রই তাই নির্ভয়।

তুলিলেন প্রভু বেতনের কথা যদি,
কত ধন লাগে জানেন কি প্রভু তরিবারে ভবনদী?
কোন রাজকোষে তত ধন নাই, করি যদি তাঁর সেবা—
সবি পাব আমি, তত ধন ভবে তিনি ছাড়া দেবে কেবা?"

কহিলেন রাজা, "প্রসন্ন চিতে তাঁরে তোমা সঁপিলাম,
কৃপার জন্য তাঁর কাছে যেন করিও আমারও নাম।
সকল রাজার উপরে যে রাজা করে যদি আহ্বান,
কোন্ রাজা তারে রুখিতে পারিবে হোক যত বলবান্।
তাঁহারে দেওয়ার কিছু নেই মোর আর,
সবচেয়ে বড় ধন তুমি মোর, তাই দিনু উপহার।"



দানের পাপ

সহস্রানীক কুরুরাজ্যের ধার্মিক নরপতি,
জ্ঞানে তাঁর ছিল গাঢ় অনুরাগ দানে ছিলনাক রতি।
কুরুদেশ অধিবাসী
ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সকাশে আসি
কহিল, "রাজন, করুন মোদের নিবেদন অবধান,
আপনার পিতা মুক্তহস্তে করিলেন বহু দান।
তাঁহারি পুণ্যবলে
পর্বে পর্বে তাঁহারি দানের ফলে
এখনও এদেশে যজ্ঞবহ্নি পায়নিক নির্বাণ
করিয়াছি মোরা সকল বৈধ ব্রতের অনুষ্ঠান।
পাইয়া রাজ্যভার
কেন করিলেন রুদ্ধ রাজন্ দান-সত্রের দ্বার ?
যারা দরিদ্র অতি,
দানের হস্ত গুটাইলে হায় কি হবে তাদের গতি ?
পুণ্যকর্মে কেমনে হইবে ব্রতী ?

কহিলেন নৃপ—"হে বিপ্রগণ! জানি আমি তাহা নিজে
বিধিপূর্বক দানের পুণ্য কি যে।
জানি আমি কি যে যাগ-যজ্ঞের ফল,
যজ্ঞবহ্নি নিবিলে হয় না রাষ্ট্রের মঙ্গল।
জানিতে কেবল আমি উৎসুক মতি
এত দান করি পিতার হয়েছে কোন লোকে সদ্‌গতি।
এই সংবাদ জানান আমারে যদি,
প্রবাহিত হবে দানধারা পুন বাধাহীন নিরবধি।"
ম্লানমুখে ফিরে যান্ ব্রাহ্মণগণ,
ঋষি ভার্গবচরণে তাঁহারা করিলেন নিবেদন—

"বলুন তাপস, ধ্যানবলে যোগবলে,
শতানীক নৃপ কোন লোকে র'ন দানের পুণ্যফলে?"
ঋষি ভার্গব সূক্ষ্মশরীরে গেলেন স্বর্গধামে,
শুধান সবায়,—"কেহ কি হেথায় আছে শতানীক নামে?"
দেবদূতগণ বলিল তখন, "স্বর্গে ছিলেন তিনি
সামান্য কয় দিনই!
ক্ষয় হয়ে গেছে তাঁর পুণ্যের সামান্য সম্বল,
এখন নরকভোগ চলিতেছে,—প্রবল পাপের ফল!"

নরকে যাইয়া দেখিলেন ঋষি শতানীক নরপতি
সহিছেন ঘোর নারকীয় দুর্গতি।
কহিলেন ঋষি, "হায় দুর্গতি হেন
তুমি দানবীর বিপ্রপালক, তোমার হইল কেন?"

কহিলেন নৃপ, "পরের রাজ্য করেছিনু লুণ্ঠন,
দান করেছিনু সমরে জিনিয়া প্রজাশোষণের ধন।
রাজভাণ্ডার শূন্য ক'রেই বিপ্রে করিনু দান,
ভেবেছিনু পাব সেই পাপ হ'তে ত্রাণ!
শুনিনু হেথায়, হইয়াছে তায় পাপেরই বিস্তারণ,
পাপ-হলাহল ক'রেছে বহন ঘরে ঘরে সেই ধন!
সকল পুণ্য ধ্বংস করেছে হায় সে পাপের বিষে।"
শুধালেন ঋষি,—"মুক্তি মিলিবে কিসে?"

কহিলেন নৃপ, "মুক্তি আমার হবে,
পুত্র আমার নিষ্পাপ ধন দান যদি করে তবে।"
শুনি তপোধন পেলেন হৃদয়ে ব্যথা
মর্ত্তে ফিরিয়া সহস্রানীকে বলিলেন সব কথা।
মন্ত্রিসভায় কহিলেন নৃপ, "শুন অমাত্যগণ,
যদিও এখনো নিতান্ত শিশু এ কুমার উদয়ন,
ইহারে তোমরা বসায়ে সিংহাসনে
পালন করিও সন্তানসম রাজ্যের প্রজাগণে।
দরিদ্রগণে রাজভাণ্ডার ক'রে দিও বিতরণ,
গৃহে যেন নাহি থাকে এককণা পাপে অর্জিত ধন!
রাজ্য পালিবে প্রজার দত্ত করে
চলিলাম আমি বৎসরকাল তীর্থভ্রমণ তরে।"

রাজবেশ পরিহরি
নিশীথে নৃপতি বাহির হলেন ছিন্ন বসন পরি'।

নিলেন বিদেহ দেশে আশ্রয়, শ্রমজীবীদের মাঝে
বৎসরকাল ব্রতী রহিলেন দিন-শ্রমিকের কাজে।
চারমুঠা ছাতু খাইতেন প্রতিদিন,
দেখিলেন তাতে শরীর হয় না ক্ষীণ।
কৃচ্ছ্র সাধনে বৎসর কাল পরে
সঞ্চয় করি কিছু ধন, রাজা ফিরিয়া এলেন ঘরে।

ডাকি ব্রাহ্মণগণে
সেই ধন তিনি দান করিলেন একদা পুণ্য খনে।
স্বল্প হলেও, ব্রাহ্মণগণ লইলেন সেই দান,
বহুদিন পরে কুরু নৃপতির গাইলেন জয়গান।
স্বল্পতা হেরি মুখে দেখা দিল হাসি,
স্মরিলেন তাঁরা রাজার পিতার ধনদান রাশিরাশি।
স্বল্প হলেও শতানীক সেই দানে
স্বর্গে গেলেন নরকের ঘোর দুর্গতি অবসানে।
ঋষি ভার্গব আসি উল্লাসভরে
ঐ বার্তাটি জানালেন নৃপবরে।
শুধালেন নৃপ ডাকি অমাত্যগণে
'কার অধিকার বলো দেখি রাজধনে?'

কহিল তখন প্রধান মন্ত্রী তাঁর
"রাজ্যের ধনে রাজারইত অধিকার।
জানি মোরা প্রভু এই শাশ্বত বিধি
রাজাই হলেন বিধাতার প্রতিনিধি।"

কহিলেন নৃপ "শুন যথার্থ রাজধর্মের বিধি—
বিধাতার নয়, রাজা চিরদিন প্রজাদেরই প্রতিনিধি।
ন্যায়রক্ষক রাজা শুধু, তার ধনে নাই অধিকার।
বেতনমাত্র পেতে পারে রাজা বহি দায়িত্বভার।
সে বেতন হতে দীনভাবে চলি'—যদি কিছু তার বাঁচে
তাই শুধু দান করিবারে তার অধিকারটুকু আছে।
পরধন শুধু হাতে-ক'রে দেওয়া দান কভু তাহা নয়।
পাপে অর্জিত ধনের অংশী পাপেরও অংশী হয়।
আপনার শ্রমে অর্জিত ধন যতই স্বল্প হোক
তারই দান জেনো মিলায় স্বর্গলোক।
রাজভাণ্ডার হ'তে যত দান হবে,
তাহার পুণ্যফলের অংশী হবে প্রজাগণও সবে।
পাপে অর্জিত সামান্য ধনও যদি রয় রাজকোষে
দুগ্ধকলস দূষিত হইবে গোমূত্র-কণা-দোষে।
এই কথা রাখি মনে,
প্রজা-কল্যাণ সাধিতে হইবে তাহাদেরি দেওয়া ধনে।"



ডাক হরকরা

আমাদের গ্রাম হ'তে সাবাফিস তিন ক্রোশ দূরে.
মাঝে আছে ছোট নদী, একটু আসিতে হয় ঘুরে।
মানে না বাদল বৃষ্টি, মানে নাক খরা
নিত্য আসে রামশশী ডাক-হরকরা,
ডাকের পুলিন্দা ব'য়ে হেঁটে নয়, ছুটে ;
সে আসিলে ডাকঘরে বহুলোক জুটে।
ব'য়ে আনে টাকাকড়ি, কত চিঠি, কত না খবর,
অনেকেরই সুখ-দুঃখ করিছে নির্ভর
একমাত্র তাহারি উপর।
পুলিন্দা ফেলিয়া ঘরে বসিয়া দাওয়ায়
ঘাম দূর করে রাম গামছার শীতল হাওয়ায়।
ডাক বাঁধা হয় ঘরে, হেথা রামশশী
নিশ্চিন্তে তামাক খায় বসি'।
কেউ কি দেখেছে ভেবে এর জীবনের কত দাম ?
তার কাছে আমি বসিলাম।

শুধানু দরদী কণ্ঠে—"কখন ঘটবে ছুটি পাওয়া ?
পাঁচটা তো বেজে গেল, হয়েছে-ত আজ খাওয়াদাওয়া ?"
সে কহিল, "পান্তা ভাত সকালে খেয়েছি পেট ভ'রে,
তেঁতুল, পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে তোফা ক'রে।
দুপুরে খাই না কিছু, হ'লে পেট মোটা
তাড়াতাড়ি যায়নাক ছোটা।
ছয়টায় গিয়ে ছুটি পাবো,
তারপরে নেয়ে ধুয়ে পেট ভ'রে খাবো।
কাজ নেই আর
তারপরে একঘুমে রাতটি কাবার।"
আমি বলিলাম—"রাম, এ-ত বড় কষ্টের জীবন,
এর চেয়ে চাষে দাও মন।"
সে কহিল হেসে—"বাবু, খুব জোর পাঁচ ঘণ্টা কাজ,
তার পরে আমি মহারাজ।
কাহারো চাকর নই আর,
আমি সরকারী লোক, কারো আমি ধারিনাকো ধার।
তাকিয়ে আকাশ পানে কাদাজল ঘেঁটে
রুইতে পরের জমি কেন মরি খেটে।"
বলিলাম—"ছয় ক্রোশ ছুটাছুটি এ-ত বড় ক্লেশ !"
সে কহিল—"এমন কি ! হ'য়ে গেছে আমার অভ্যেস।"
বলিলাম—"রোদ বৃষ্টি সহা নয় সোজা।
তার পরে ঘাড়ে থাকে বোঝা।"
সে কহিল—"সয়ে গেছে ঝড়, বৃষ্টি, বান।
যে দিন বৃষ্টিতে ভিজি সে দিন করি না আর চান।

চনচনে রোদ হ'লে মাঝে মাঝে বসি গাছতলে।
মাথাটা ভিজিয়ে নিই জলে।
বোঝা আর এমন কি ভারী!
এর চেয়ে দশ গুণ ব'য়ে যেতে পারি!
শর্কির ঘুঙুরগুলো বলে—
সাবধান! স'রে যাও সরকারী দামী মাল চলে।"

মনে মনে তারে আমি করিনু প্রণাম।
কে বুঝিবে এর পুণ্যজীবনের দাম?
বিস্মিত হ'লাম আমি ভাবি'
জানে না সে কত দুখী, জানে না সে কত তার দাবী।
নিজেই জানে না যেবা কত দুখী, অন্যে কি বুঝিবে?
কে তাহার যথাযোগ্য প্রাপ্য ডেকে দিবে?
ঘুমন্ত ব্যথারে কারো জাগাইয়া তুলি'
কি হইবে শুনাইয়া শুধু শুষ্ক দরদের বুলি?
শ্যাম-প্রান্তরের পথ মরুপথে পরিণত করি
কি হইবে দুরাশার মরীচিকা পুরোভাগে ধরি'?
সন্তোষ পরম ধন বহু ভাগ্যে মেলে,
ক্ষতি তার পূরে কভু মন্ত্রিপদ রাজপদ পেলে?

———



কুরুক্ষেত্র

দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপে ছারখার হ'ল দেশ
সহিতে না পারি, দেখিতে না পারি প্রজার দারুণ ক্লেশ
নৃপতি সংবরণ
পশিলেন বনে তপস্যা তরে ত্যজিয়া সিংহাসন।
যুবরাজ কুরু হইলেন নরপতি
ইন্দ্রে তুষিতে বৎসরব্যাপী যজ্ঞে হলেন ব্রতী।
যথাকালে তায় বারিধারা বরষণে
পূর্ণ হইল রাজ্য তাঁহার প্রভূত শস্যধনে।
গাহিল প্রজারা,—"জয় কুরুরাজ জয়,
তোমার পুণ্যে ঘুচিল মোদের অন্নাভাবের ভয়।"

জয়নাদ শুনি কুরু নৃপতির কাঁপিয়া উঠিল বুক,
অনাগত কোন আতঙ্কে তাঁর শুকাইয়া গেল মুখ।
ভাবিতে লাগিল কুরুরাজ ম্রিয়মাণ—
এক বছরেই হবেনাত হায় সমস্যা সমাধান,
প্রচুর শস্য পেয়ে এ বছর প্রজারা অলস হবে
বৎসর পরে সঞ্চিত নাহি রবে।

তারপর যদি দুভিক্ষই ঘটে
কেমন করিয়া বাঁচিবে প্রজারা সে দারুণ সঙ্কটে ?
কুরুনৃপতির নিদ্রা নাইক চোখে,
কেন বিষণ্ণ র'ন নিশিদিন বুঝিতে পারে না লোকে।
অবাক হইয়া একদিন তারা দেখে প্রাতে রাজবাটে
হল কাঁধে ক'রে রাজা চলেছেন মাঠে,
ত্যজি রথ হাতী ঘোড়া
রাজা চলেছেন ডাকায়ে বলদ জোড়া।

মন্ত্রী বলেন 'একি দেখি মহারাজ !
সবে পাই লাজ, একি আপনার কাজ !'
হাসিলেন রাজা, মুখে নাই তাঁর বাণী।
'পাগল হয়েছ নাকি', ছুটে এসে বলিলেন মহারাণী।
একটুকু শুধু হাসিলেন নৃপবর,
বদনে তাঁহার নাই কোন উত্তর।
সবার কাকুতি মিনতি নিষেধে রয়ে রাজা উদাসীন,
বীজ বুনে যান, ক্ষেত চষি প্রতিদিন।
দেশের চাষীর চোখে নাই যেন ঘুম,
সারা দেশ ভরি পড়িল চাষের ধুম।
দেখাদেখি শেষে যত রাজপরিজন
ভৃত্য প্রহরী মন্ত্রী সেনানী যত অমাত্যগণ
প্রতিদিন গিয়া মাঠে,
জল সেচে, চষে, রাজার সঙ্গে খাটে।

দুপুর অবধি ক্ষেতে র'ন মহারাজ ;
বৈকালে চলে প্রতিদিনকার যত রাজকীয় কাজ।
এমনি করিয়া বছর দশেক গত,
রাজা তাঁর চাষ করিছেন বিধিমত।

একদা শ্রাবণে বড় দুর্যোগ অবিরল বরষণ,
মাঠে নাই কোন জন।
রাজা চষিছেন সহিয়া দারুণ ক্লেশ,
দেখিলেন এক বিপ্র নিকটে পলিত-শুভ্রকেশ,
শুধালেন তিনি—"কোন লোকজন মাঠে যায় নাকো দেখা,
কে তুমি এমন দুর্যোগ দিনে চষিতেছ একা একা?"
প্রণমি চরণে চষিতে চষিতে থামি
কহিলেন কুরু—'এ দেশের রাজা আমি।'
বিস্মিত হয়ে কহিলেন ব্রাহ্মণ,
"তুমি কি পাগল? ভূমি চষিবার তোমার কি প্রয়োজন?
সব কাজ ফেলি করিতেছ নীচ কাজ,
লজ্জা করে না? ভুলিলে কেমনে তুমি হ'লে মহারাজ?
গুরুতর কাজ ফেলে
কতটুকু তুমি অভাব ঘুচাবে আপনি লাঙল ঠেলে?"
রাজা নতশিরে করিলেন উত্তর—
"শুনুন বিপ্রবর.
দুর্ভিক্ষের দারুণ নির্যাতনে
প্রজারে বাঁচাতে না পারি আমার পিতা গিয়াছেন বনে।

দুর্ভিক্ষের ডরে
আমি প্রতিদিন চাষ করি নিজ করে।
প্রজা বাঁচে বটে দেশে সুবছর আসে যদি বারবার,
কৃষকেরা হয় অলস বিলাসী শস্য জমে না আর!
দুর্ভিক্ষের তরে
কিছু সঞ্চিত থাকে নাক ঘরে ঘরে।

চাষীরা আমার হয় না অলস আমি চাষ করি বলি।
প্রাণপণে খাটে, উপচিয়া পড়ে লক্ষ্মীর অঞ্জলি।
শস্য যখন জমে উঠে রাশি রাশি
অন্য প্রদেশে পাঠায়ে তখন আকালের ক্ষুধা নাশি।
আমি যদি প্রভু আর না এ ক্ষেত চষি,
নিঃশেষ তারা করিবে সকলি খাবে তারা বসি বসি।
অন্ন যোগানো দেশের রাজার সব চেয়ে বড় কাজ
তাই করি আমি, পাই নাক তাই লাজ।
আরো কাজ আছে সে কথা স্বীকার করি
সে সব কাজের অনেক সময় রয়েছেত দিন ভরি।
আমারো ত আছে পুত্রকন্যা পত্নী ও পরিজন,
প্রজার অন্ন করি না গ্রহণ, এই মোর অর্জন।

জীবিকার নাই উচ্চ বা নীচ. কোন কাজ নয় হীন,
আলস্য পাপ,—তাই সঞ্চিত পুণ্যেরে করে ক্ষীণ।
কর্তা যে কাজ করাইতে চায় যদি তা সে ঘৃণা করে
অধীন জনেরা কখনো সে কাজ করে না শ্রদ্ধাভরে।

বিপ্র তখন আপন মূর্তি ধরিলেন দেববলে
শত সূর্যের উদয় হইল যেন ধরণীর তলে।
কহিলেন তিনি "শুন কুরুরাজ, আমি
বাসব স্বয়ম্ এসেছি ধরায় নামি।
এযে তপস্যা. ইহা নয় শুধু কৃষি
হেন তপস্যা করে নাই কোন ঋষি।
যে বর যাচিবে তাই দিব কুতূহলে।"
ক্ষেতের কাদায় নমিলেন রাজা লুটিয়া চরণতলে।
কহিলেন কুরু—"প্রসন্ন যদি প্রভু,
প্রজারা আমার অন্নকষ্ট পায়নাক যেন কভু।
এই বর দাও, আর এ ক্ষেত্রভূমি
পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হোক ও চরণ চুমি'।"
দেবরাজ হাসি কহিলেন—"তবে যা যাচিলে তাই হোক,
পুণ্যতীর্থ বলিয়া ইহারে জানিবে সর্ব লোক।
একদা ইহাকে এই বিশ্বের পিতা
ধর্মক্ষেত্র করিবেন, হেথা উদ্গীত করি গীতা।
কর্মযোগের ব্যাখ্যার ছলে তখন চক্রপাণি
তুমি যে ধর্ম আচরণ কর বুঝাবেন তার বাণী।"



কাঙালের বন্ধু

গণপৎ সিং মহাবীর নির্ভীক
ছিলেন রাজ্যে পদাতিকদলে সামান্ত সৈনিক।
নিজভুজবলে সেনাপতি পদ করিলেন অধিকার,
অরাতি জিনিয়া নিজ শৌর্যের করিলেন বিস্তার
অপুত্র রাজা স্বর্গত হ লে হইলেন নরপতি।
সন্তানবৎ পালেন প্রজারে ভোগে নেই তাঁর মতি।
নাই বিলাসিতা বসনে ভূষণে, করিতেন মিতাহার,
ছিল পালঙ্কে প্রভুর চিত্র, মেজেয় শয্যা তাঁর।
গোপনে গোপনে কর্মচারীরা ব্যঙ্গের বাণ হানে
কাঙালের ছেলে রাজত্ব পেলে রাজভোগ নাহি জানে।
জন্মদিবসে মিলি অমাত্যগণ
শুধাল—"হুজুর, কিরূপ হইবে উৎসব আয়োজন ?"
বলিলেন রাজা—"চাও যদি সবে রাখিতে রাজার মান
জন্মতিথিতে এক লাখ টাকা দরিদ্রে কর দান।
উৎসব যদি করিতেই হয় দীনগণ ডাক তবে
যাদের জীবনে নেই আনন্দ তাদেরই তা দিতে হবে।"

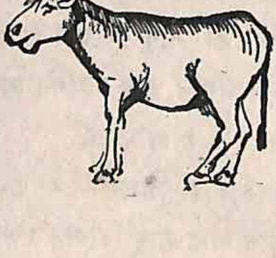
চমকি উঠিয়া মন্ত্রীরা তাঁকে কয়—
"বলেন কি প্রভু ? একলাখ টাকা সামান্য টাকা নয়।"
কহিলেন রাজা—"পাচ্ছেন কেন ভয় ?
ঘটা সমারোহে উৎসবে হবে সত্যই অপচয়।"
অমাত্যগণ যুক্তি করিল—দরিদ্র সৈনিক;
আনা আষ্টেক আয় ছিল দৈনিক,
ধনের মর্ম কি বুঝিবে হায় কাঙালের সন্তান,
টাকাতো কখনো চক্ষে দেখেনি হুকুমেই করে দান।
এক লাখ টাকা মেজেয় ঢালিয়া রাখি
চমক লাগায়ে মতি ফিরাইতে রাজারে আনিল ডাকি।
নিজ চোখে দেখে বুঝিবেন রাজা অর্থের পরিমাণ,
এক নয়—এই 'চোখে-দেখে দান' আর 'মুখে-ডেকে দান।'
পুঞ্জিত করা ছিল যেথা লাখ টাকা
সেথা একবার নৃপতিরে হ'লো ডাকা.
কহিলেন রাজা—"এই ক'টা টাকা রেখেছ দানের তরে ?
যাবে ক'জনের ঘরে ?
দেখো বন্ধুরা কেহ যেন ফিয়ে না যায় রিক্ত হাতে,
আরো লাখ টাকা যোগ দাও এর সাথে।"
কহিল তখন কোষাধ্যক্ষ—"এভাবে করিলে দান
শূন্য হইবে রাজকোষ প্রভু—নয় তা'ত অফুরান।"
কহিলেন রাজা—"তাই যদি শেষে হয়,
কাঙালের ছেলে কুটীরে ফিরিব তাতে আর কী বা ভয় ?
শত্রুসৈন্যে ডরে না যেজন দৈন্যেরে সে কি ডরে ?
গোষ্পদে তার কিবা ভয় যেবা পাথার সাঁতারি তরে।"



তীর্থফল

গঙ্গার জলে প্রয়াগে কুম্ভ ভরি'
সাধু চলেছেন দক্ষিণাপথে দক্ষিণ পথ ধরি'।
রামেশ্বরের গায়
গঙ্গার জল ঢালিবেন বলি' চলেন এ ভরসায়।
পড়িল সে পথে সুবিশাল প্রান্তর,
সেই প্রান্তরে দেখিলেন সাধুবর—
গর্দভ এক করে ছটফট, বালুতে পড়িয়া আছে।
দেখিয়া তা' সাধু গেলেন তাহার কাছে
পড়েছে নয়নে তার মরণের ছায়া,
তারে হেরি হ'ল মায়া,
অঙ্গে তাহার বুলালেন করতল
অঞ্জলি ভরি মুখে তার সাধু দিলেন গঙ্গাজল।
মুখ বিস্ফারি আরো জল পশু চায়,
কলসী উজাড়ি সমস্ত বারি ঢালিয়া দিলেন তায়।
সুস্থ হইয়া তৃষিত পশুটি জীবন পাইল ফিরে,
কান ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াল ধীরে।

কহিল শিষ্য—"এতদূর প্রভু এসে
তীর্থযাত্রা বিফল করিলে শেষে?"
কহিলেন সাধু—"দেখ ভাই মোর প্রভুর করুণা কত,
আমারে জানিয়া ক্লান্তকাতর কলসীর ভারে নত,
আগায়ে এলেন, নিলেন আমার দান,
দীর্ঘ পথের ঘটালেন অবসান।
জীবের মাঝারে শিবের বাস যে, পাপা সেই ভুলে যেবা
জীবের সেবাই তাইত শিবের সেবা।"



সাদীর চৈতন্য

কবি হজরৎ সাদী
একবার তিনি মনে মনে বড় হইলেন অপরাধী।
খালি পায়ে তিনি চলেছেন পথ প্রখর তপনকরে,
ক্ষত-বিক্ষত চরণ তাঁহার কণ্টকে কঙ্করে।
ভাবিলেন তিনি, বিধাতা বিমুখ, একি তাঁর অবিচার!

সঙ্গতি তাঁরে দেননি বিধাতা পাদুকাও কিনিবার॥
অতি বিষণ্ণ মনে
আসিলেন তিনি কুফানগরীর মসজিদ প্রাঙ্গণে।
সেখানে দেখেন একজন লোক পা দুটাই নাই তার,
বুকে হেঁটে হেঁটে মসজিদে তবু আসে যায় বারবার॥

পরম ভক্তিভরে
কৃতজ্ঞ-চিতে নামাজ করিয়া খোদারে তবু সে স্মরে।
হেরি সে দৃশ্য চমকি উঠিয়া লজ্জা পেলেন সাদী,
বিষাদী হইয়া আপনারে তিনি গনিলেন অপরাধী।
মাটিতে লুটায়ে বলিলেন, 'খোদা ক্ষমা কর অপরাধ,
চরণে করনি বঞ্চিত মোরে—হাজার ধন্যবাদ।
তোমার বিচারে হয়েছিল সংশয়,
দূর করিলে তা এত সত্বর, তুমি যে করুণাময়॥'



উব্বিরী

শ্রেষ্ঠিদুহিতা উব্বিরী আসি অচিরাবতীর তীরে
রোদন করেন ভাসিয়া অশ্রুনীরে।
বুদ্ধ আসিয়া শুধালেন—“মাগো, এটা যে শ্মশানভূমি,
এখানে আসিয়া কেন কাঁদিতেছ তুমি ?’
উব্বিরী কয়—“হে প্রভু, কন্যা মোর
ছিন্ন করেছে সব বন্ধন ডোর।
তারি শোকে কাঁদি আমি অভাগিনী নারী
তারে বুকে ধরি। অনলে সঁপিতে জলে না ভাসাতে পারি।
চাও প্রভু তুমি করুণানয়নে চাও,
সুতারে আমার জীবনভিক্ষা দাও।”
কহিলেন প্রভু, “একটি তো নয়, কোন কন্যার তরে
নয়নে তোমার এমন অশ্রু ঝরে ?
চুরাশি হাজার কন্যার তব দেহ এ শ্মশানভূমে
চিতার ভস্মে শায়িত হয়েছে ঘুমে।
নূতন জনম লভিতে আবার কোথায় গিয়াছে তারা,
কেহ বা কুমারী, কেহ বা সধবা, কেহ কেহ পতিহারা।

জন্মে জন্মে এমনি করিয়া কাঁদিয়াছ উব্বিরী।
তোমার কাঁদনে তোমার অঙ্কে কেহ আসেনি ত ফিরি।
তাহারা আজিকে জাগে যদি ভেদি সহসা শ্মশানভূমি,
চিনিতে পারিবে তুমি ?
তাহারা পেয়েছে কত শত পিতামাতা,
কত নব নব ভর্ত্তা, ভগিনী, ভ্রাতা।
যার তরে তব নয়নে বহিছে বান,
কিছুদিন পরে করিবে সে নব মাতার স্তন্যপান।
তোমারে সে যাবে ভুলে,
মায়ায় মুগ্ধা বৃথা কাঁদিতেছ অচিরাবতীর কূলে।
অনন্ত পথে যাত্রা তোমার, তাহারো যাত্রা তাই,
ধরিয়া রাখিতে পারিবে না কোন ঠাঁই।
পথিক যেমন চলিতে চলিতে লয়
তরুতলে আশ্রয়,
তেমনি মাতার অঙ্কাশ্রয়ে এসে
বিশ্রাম করি চ'লে যায় জীব কোন্ সে অজানা দেশে।
মায়ায় মুগ্ধা ভাবিতেছ বারবার
তার 'পরে ছিল শাশ্বত অধিকার।
মানবজীবনে অনিবার্য সে শোকের বেদনা হেন,
শোক-বিজয়ের সাধনারে তুমি পরম ধর্ম জেনো।"
বুদ্ধের পায়ে লুটায়ে পড়িল নারী,
মৃত কন্যারে নদীনীরে দিল ডারি,
কহিল—'হে প্রভু সার করিলাম আজি তব শ্রীচরণ,
বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের আমি লইলাম ত্রিশরণ।"



দাতা ও কবি

পণ্ডিত কবি আসিল একদা ধনকুবেরের পাশে,
চৌদ্দটি শ্লোকে পদ্য রচিয়া পুরস্কারের আশে।
কহিলেন ধনী, ‘‘কবিচূড়ামণি, শ্লোকগুলি রেখে যান,
কালি প্রাতে এলে এ গুণগানের পাইবেন প্রতিদান।’’
পরদিন প্রাতে কবি জোড়হাতে দাঁড়াইয়া সভাতলে
দেখিল বিলান ধনী অকাতরে অর্থ যাচকদলে।
কহিলেন ধনী, ‘‘সুন্দর গণি এ রচনা আপনার,
যেমন ছন্দ ভাব, ভাষা, রীতি তেমনি অলঙ্কার !
আমারে তুষিতে বচনে ভূষিতে বলেছেন বহু কথা,
কবির বাচিক অর্ঘ্যে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।’’
পণ্ডিত কবি বসিয়া রহিল, বিপুল লাভের আশা
করিয়াছে তার মনে সঞ্চার ধনীর মধুর ভাষা।
প্রহরেক পরে কহিলেন ধনী, ‘‘সভা শেষ আজিকার,
বৃথা কেন বসি রহিবেন কবি না করিয়া স্নানাহার।’’
কহিল সে কবি কাঁর মুখ ম্লান, “এখনোত মিলে নাই,
যার লাগি প্রভু আসিতে আদেশ, বসিয়া যে আছি তাই।”

কহিলেন ধনী, —"যার লাগি ছিল আসবার অনুরোধ,
তাহাত মিলেছে, করিয়াছি আমি আপনার ঋণশোধ।
মিষ্ট কথার বদলে মিষ্ট কথায় রেখেছি মান,
প্রতিদান দিব বলিয়াছিলাম করিয়াছি প্রতিদান।
হে কবি, শুনুন এমন ছন্দ-চাতুর্য, ভাষারীতি,
হেন কবিত্ব, হেন কৃতিত্ব, এমন অলঙ্কৃতি,
এই অভাজনে করিয়া প্রয়োগ করেছেন অনাচার,
পরমেশ্বরে নিবেদিলে আমি দিতাম পুরস্কার।"





গাধার দৌড়

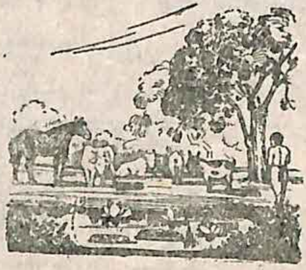
শূন্য হয়েছে প্রধান কাজীর পদ,
প্রমাদ গণিল খলিফা হারুন, বাদশাহী পরিষদ।
কাজীর জন্য করেন সকলে শোক,
ভাবেন এখন কোথায় এমন মিলিবে যোগ্য লোক।
নগরবাসীরা বলিল, "জনাব, গেলেন কি তাঁয় ভুলে?
খুঁজিয়া আনুন মহাত্মা বাহ্‌লুলে,
তাঁহার সমান এলেমদার ত এ মুলুকে আর নাই।
আমরা তাঁরেই চাই।"
বাদশাহী চর ছুটে গেল দেশে দেশে;
কোথা বাহ্‌লুল আছেন ছদ্মবেশে?
ফিরায়ে আনিতে হবে তাঁরে বোগদাদে,
সারা দেশ তাঁরে ফিরিবার তরে সাধে।
আশি ক্রোশ দূরে চাষীপল্লীর মাঝে
তাঁহার জীর্ণ পর্ণকুটীর রাজে।
শুনিল সেথায় গিয়া বোগদাদী চর—
'এইত তাঁহার ঘর,

সাধনভজন করেন এখানে থাকি
আমরা তাঁহারে পাগল বলিয়া ডাকি।
দেখ গিয়ে মাঠে খুঁজি
রাখালের দলে খেলছেন তিনি বুঝি।'
সেথা গিয়া চর দেখিল দুপুরবেলা
রাখালের দলে খেলিছেন তিনি গাধাদৌড়ের খেলা।

চরেরা কহিল তাঁরে,
"সেলাম জানায়ে তলব করেন বাদ্‌শাহ আপনারে।"
গাধার পিঠেই সওয়ার রহিয়া কহিলেন বাহ্‌লুল,
"তোমরা করেছ ভুল,
রাজা বাদশার সাথে—
কোন কাজ মোর নেই এই দুনিয়াতে।
বাজে কথা রাখ। একটি গাধায় চ'ড়ে
দাও ত পাল্লা, দৌড়ে হারাও মোরে।
তবে মনে রেখ, সেই জিতে যাবে বাজি
সকলের পিছে পড়িবে যে জন। এ খেলায় আছ রাজী?"

কহিল তখন চর—
"আপনি কি ন'ন সাধু বাহ্‌লুল ভক্ত সাধকবর?"
কহিলেন তিনি, "বাহ্‌লুলই বটে, সাধু বা সাধক নই,
মুর্খ কাঙাল নিজেও এবং তাদেরি মাঝারে রই।"
কহিল সে চর—"বাদশাহ্‌ আপনারে
তলব দিলেন রাজ্যে প্রধান কাজী-পদ সঁপিবারে।"

কহিলেন সাধু—"বাদশাহে বোলো যেন
এই রাজত্ব ত্যাগ ক'রে আমি দাসত্ব নেব কেন ?
ছিল পুঁথিপড়া বিদ্যাবুদ্ধি এলেমের জঞ্জাল
পিঠ হতে সব নামায়েছি বহুকাল।
বাজে পুঁথিপড়া বিদ্যাবুদ্ধি সংসারে কাজে লাগে,
পরম ধনের সন্ধানীদের পথে বাধা হয়ে জাগে।
সভ্যের মাঝে রয়ে গেলে পাছে সেই সব আসে ফিরে,
গর্দভ, চাষী, রাখালের দলে তাই গেছি আমি ভিড়ে'।
বাদশাহে বোলো করেছেন তিনি ভুল,
গাধার সঙ্গে রয়ে রয়ে গাধা হয়ে গেছে বাহ্লুল।"
এত বলি তিনি গাধাটার পেটে পায়ের ঠোকর মারি'
দৌড়ে হারিতে ছুটিলেন তাড়াতাড়ি॥

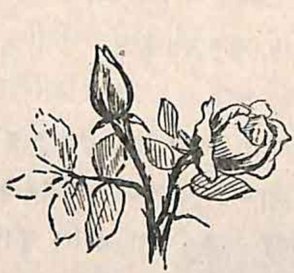




জাফর ও বান্দা

দাতার প্রধান জাফর নিত্য দান করে দীনজনে,
তাহার সমান দাতা নেই আর এ ধারণা তার মনে।
একদা সহসা বুস্তানে তার সান্ধ্যভ্রমণকালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর ব'সে আছে আলবালে।
দিবস-শেষের তিনখানি রুটি প্রাপ্য আহার তার
দিল একে একে, কুকুরের মুখে,— বিচিত্র ব্যবহার!
কহিল জাফর, " ওরে ও নফর, সারাদিন উপবাসী,
দিবস-শেষের খানা তোর তাও কুকুরেরে দিলি হাসি?"
চমকি বান্দা জোড় হাতে কয়,—"মরদ হয়েছি ভবে,
আজিকে নসিবে না হয় রসদ কালি পুনরায় হবে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তামাম জীবের সেবা।"
কহিল জাফর ছলছল চোখে, "আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দেমাক করিলি চূর্ণ ছিঁড়ে দিলি মোহপাশ।
পীরের কল্‌মা কানে দিলি তুই, দে'রে কোল বুকে আয়।
তুই দানাদার, দরাজদস্ত এই দীন দুনিয়ায়।

দৌলত-খানা খুলে দেয় যেবা দাতা কহি বটে তারে,
সেই ত্যাগবীর রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
ক্ষুধিত জীবেরে নিজের ক্ষুধার খাদ্য যে করে দান,
হাতেম তাই-এর চেয়ে দুনিয়ায় মহৎ তাহার প্রাণ!
ওরে ক্রীতদাস দিলাম খালাস,—গোলামির অবসান.
এই বাগিচার মালিক হইয়া দীল খুলে কর দান।"





মুড়া গাছ

নৌকা চড়িয়া চলেছি উজানে গঙ্গার বুকে ভেসে
ভাঙনের পাড় ঘেঁসে।
চলিয়াছে মাঝি দাঁড় বেয়ে গান গেয়ে,
ছইয়ের উপরে প্রকৃতির শোভা দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে।
ভাঙনের পাড়ে নেই গাছপালা, আছে শুধু কাশবন,
গাঙশালিকেরা করিছে সেথায় নর্তন কীর্তন।
হঠাৎ দেখিনু মুড়া গাছ এক একাই দাঁড়ায়ে আছে,
একটি পাতা বা ডালপালা নেই গাছে।
সে-ও দেখি দুটি শিকড় বাড়ায় ভরা গঙ্গার পানে !
সে কি আশা করে এখনো বাঁচিতে প্রাণে ?

আশ্বিন মাস। ফিরিবার পথে সহসা উঠিল ঝড়।
সাঁঝের আকাশে মেঘ ডাকে কড়্ কড়্।
নৌকা তখন টলমল করি ভাটিতে ছুটিয়া ধায়,
সামলানো হ'ল দায়।
প্রাণপণে ডাকি, "বাঁচাও হে ভগবান,
সাঁতার জানি না, অতল পাথারে যায় বুঝি আজ প্রাণ!"

বলিনু, "ও মাঝি, কিনারায় নে রে নৌকাটা তাড়াতাড়ি ;
বেঁচে ফিরি যদি বাড়ী
খুশী করব রে ভালরূপে বক্‌শিসে।"
কহিল মাঝিরা—"কিনারায় নেব, নৌকা বাঁধব কিসে ?"
প্রাণ করে তুক্ তুক্,
ভয়-ভাবনায় শুকায়ে গিয়েছে দেখি তাহাদেরো মুখ।
এমন সময়, একি
ডাইনের পাড়ে মুড়াগাছটারে দেখি।
মাঝি একজন লাফ দিয়ে প'ড়ে জলে
নৌকার রশা সেই মুড়াগাছে বাঁধিল হাতের বলে।
শিকলে বন্দী শ্বাপদের মত তরী দেয় লাফঝাঁপ ;
বলিনু মাঝিরে—"খুব বাঁচালি রে, বাপ !"
বলিল সে মাঝি, "মোদের ক্ষমতা কতটুকু বাবু আছে ;
নৌকা তোমার বাঁচালো ও-মুড়াগাছে।"
সমস্ত রাত থামিল না ঝড়। চলিল বৃষ্টিপাত,
মুড়াগাছে বাঁধা নৌকায় আমি কাটালাম সারা রাত।
তখন ভাবিনু,—এমন মানুষও আছে,
আর্ত তারণে তফাৎ নেইক তাতে আর মুড়াগাছে।
যারা এ জীবনে হয়েছে সর্বহারা,
পরের জন্য তারা তবু রয় খাড়া।
যে দীন ভিখারী নির্জন মাঠে জীর্ণ কুটীরে রয়,
ঘোর দুর্যোগে দিতে পারে সেও রাত্রির আশ্রয়।
কারে যে কখন হয় প্রয়োজন বলিতে তাহা কে পারে ?
অবহেলা ঘৃণা করি বলো তবে কারে ?



কুব্জের প্রার্থনা

বহুদিন থেকে কুব্জ বামন গাহে সূর্যের জয়,
করে তাঁর উপাসনা।
সেবায় তুষ্ট সূর্য একদা সম্মুখে আসি কয়—
"কি তোমার প্রার্থনা ?"
কহিল কুব্জ—"কুঁজের জন্য ভাবিনাক দয়াময়,
কুঁজে ক্ষতি কি বা হবে ?
আমি চাহি যেন সকল লোকের পৃষ্ঠ এমনি হয়,
কুব্জ হউক সবে।"
বিস্মিত হয়ে কহিল তপন—"হবে কিবা ফলোদয়
সকলে কুব্জ হ'লে ?
কাম্য নয় কি ঘৃণা করিবে না—হ'লে তুমি নিরাময়
তোমারে কুব্জ ব'লে ?"
কহিল কুব্জ—"বহুকাল হ'তে ঘৃণা করিয়াছে লোক
হয়েছে বেদনাবোধ।
আমি চাই তাই তাহাদের দশা আমারি মতন হোক,
নিতে চাই প্রতিশোধ।"

কহিল দেবতা—"সবার পৃষ্ঠে কুঁজের সৃষ্টি হবে ?
কিসে তারা অপরাধী ?
আমার কৃপারে প্রতিহিংসার কৃপাণ বানাতে তবে
করিতেছ সাধাসাধি ?
মনেও কুব্জ যেই জন, চির ঘৃণিত সে লোকচোখে,
অন্তর ক্ষতময়,
ঘৃণা করে তারে তাহার মনের পুঁজের জন্য লোকে,
কুঁজের জন্য নয়।"





রাঙাচুড়ি

পিতা ফিরিলেন বাড়ী রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি' হাতে সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপপানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায় ;
ভাঙ্গিয়া কাচের চুড়ি একেবারে হ'ল গুঁড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি ফিরিতে চাহে না বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাঙ্গা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া।
পিতা আসি তুলি বুকে বলে চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক, ভারি ওর দাম।"
থামে নাক' কোন মতে তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপিয়ে কাঁদে সে অবিরাম।
ব্যথা কি বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায় ?

প্রাণের বাঞ্ছিত যাহা যত তুচ্ছ হোক তাহা
মিলিবে কি রূপায় সোনায় ?
সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান খান,
বল' কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার ॥





অজন্তা গুহায়

"ভদন্ত, জীবন ভরি ঘা দিলাম পাহাড়ের গায়
ছেদনীর। ভববন্ধ ছেদনের কি হবে উপায় ?
অজন্তার গুম্ফাতলে করিলেন সাধনভজন,
আমি শুধু করিলাম পাথর ছেদন।"
মার-বিজয়ের দৃশ্য করি উৎকিরণ
কয় বৃদ্ধ শিলাশিল্পী শীলানন্দে সজলনয়ন।
শীলানন্দ, সে মহাস্থবির
কাষায়-চীবরপ্রান্তে মুছাইয়া নয়নের নীর
কহিলেন শিল্পিবরে—"হে শ্রাবক, তোমার ছেদনী
শুধু শিলা নয় তব ছেদিয়াছে জন্মের বন্ধনী।
শাস্ত্রের সাধনা মোর তুচ্ছ তার কাছে
শিলার সাধনা তব তারে জিনিয়াছে।
সুগতের জীবনের প্রতি চিত্রখানি
শিলায় করিলে তুমি লীলায়িত। তাঁর দিব্যবাণী
পুষ্পিত হইয়া আছে অসামান্য সৃষ্টিতে তোমার।
অর্হত্ত্ব পেয়েছ তুমি, তব পদে কোটি নমস্কার।

শিল্পী করে ইষ্টদেবে আপন জীবন নিবেদন,
তার কাছে তুচ্ছ সব তপজপ কৃচ্ছ্রের সাধন।
একনিষ্ঠ ভাবাবিষ্ট তপস্যার ফল
ভোগ্য নয় শিল্পীরই কেবল,
বিশ্ববাসী সে ফলের হয় অধিকারী,
সৃষ্টি তার দেশে কালে দিগন্তপ্রসারী।
শিলার পঞ্জরপুঞ্জে সৃষ্টি তব অক্ষয় অম্লান।
আমারে ফিরিতে হবে। তুমি বন্ধু লভিবে নির্বাণ।”





উমা ও মেনকা

উমারে রাখিয়া বুকে চুমা দিয়া চাঁদমুখে
গিরিরাণী কেঁদে কেঁদে কয়,
"মা তোরে বিদায় দিতে কাতর আতুর চিতে
সদা ভয় কি যেন কি হয়।
ভিখারী হরের ঘরে কি করিয়া অনাদরে
অযতনে কাটে তোর দিন!
তৈল বিনা তোর কেশ হৈল রুখু, ছিন্ন বেশ,
জটাধারী সদা উদাসীন।
যাস্‌নে মা মাথা খাস্‌ তাই নে মা, যা যা চাস্‌,
এই বুকে থাক্‌ চিরকাল,
ভারি-ত সংসার তোর পালিতে কি ক্লেশ মোর?
ফলভারে ভাঙেনাক ডাল।"
আপন আঁচল দিয়া মার চোখ মুছাইয়া
মার মুখ ঝাঁপি উমা কয়—
"শুনিলে অমন কথা মনে বড় পাই ব্যথা
হেন ভাগ্য যেন না মা হয়।

বিফল ও-ফলভার কি ফল তা বহিবার ?
বিফল যে ফলের জীবন।
দেবতার ভোগে রাগে সেবায় যদি না লাগে,
যদি তা না কর নিবেদন।
তুমি তো জানো মা নিজে নূতন বলিব কি যে,
তরুলতা কেন ফল ধরে ?
ফলাবার অধিকার আছে মাত্র মা তোমার
ফল শুধু সঁপিবারই তরে।”



তীর্থমন্দিরে

দূরতীর্থে পাষাণমন্দিরে
হেরিতেছি দেবমূর্তি দাঁড়াইয়া যাত্রীদের ভিড়ে।
চেয়ে রই দেবতার শ্রীআনন পানে,
ভক্তি মোর জাগেনাক প্রাণে।
পাশে দেখি বৃদ্ধা এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ তার
যষ্টিতে রাখিয়া দেহভার,
একদৃষ্টি মূর্তিপানে রহে সে চাহিয়া
ঝরিতেছে অশ্রু তার লোলচর্ম কপোল বাহিয়া।
সহসা উল্লাসভরে কহিল সে নিজ পুত্রটিরে,
শীর্ণ পাণিখানি তার বুলাইয়া স্নানসিক্ত শিরে,
"ওরে বাছাধন,
সার্থক করিলি তুই আমার জীবন।"
সেই জনতার মাঝে পুত্র তার তিতি অশ্রুজলে
লুটায়ে পড়িল সেই জননীর চরণযুগলে।
সহসা হইল যেন বিদ্যুৎসঞ্চার,
জাগিয়া উঠিল জড় প্রতিমায় দেবতা আমার।

সহসা নামিল ঢল এ শুষ্ক নয়ানে
অঙ্কুরিল ভক্তিবীজ পাষণ্ডের এ পাষাণ-প্রাণে।
ধূপগন্ধে আমোদিত মন্দির-চত্বর,
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কাঁসর ঝাঁঝর,
ঘন ঘন হয় শঙ্খনাদ,
দেবতার মুখে হেরি বিগলিত পরম প্রসাদ।
পাষাণ মূর্তির মাঝে দেবতা সুষুপ্ত হ'য়ে রয়।
জাগায় তাঁহারে তাতে ভক্তিশুচি সরল হৃদয়।





কৃষ্ণার প্রতিহিংসা

সাঙ্গ কুরুক্ষেত্ররণ, সর্বস্বান্ত বিজয়ী পাণ্ডব,
অশ্রুসিন্ধুতলে মগ্ন সাফল্যের আনন্দ উৎসব।
দগ্ধ করে যুধিষ্ঠিরে এ জয়ের নিদারুণ জ্বালা,
রণলক্ষ্মী পরায়েছে কণ্ঠে তাঁর কণ্টকের মালা।
নিশীথে তস্করসম পশি সুপ্ত পাঞ্চাল-শিবিরে
দ্রোণপুত্র মিটায়েছে অন্তর্দাহ দ্রৌপদ-রুধিরে
পিতার তর্পণ করি'। সুখসুপ্ত পাঁচটি নন্দন
ছিল সেথা পাঞ্চালীর, পঞ্চমুণ্ড করিয়া ছেদন
উপবীতে গাঁথি মাল্য কুরুরাজে দিলে উপহার
মহাযাত্রা করিয়াছে হেরি নৃপ করি হাহাকার।
বহু রাজমুণ্ডে গড়া পাণ্ডবের বিজয়ের চূড়া
একা চৌর বিপ্রাধম খড়্গাঘাতে ক'রে দিল গুঁড়া।
মূর্তিমতী ক্ষাত্রশক্তি তেজস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী
অশ্রুর অতীত শোকে শুনি বার্তা আজি উন্মাদিনী।
সহস্র যজ্ঞের শিখা জেগে উঠে সহস্র ফণায়,
নয়ন উগারে জ্বালা অবিরল বজ্রের কণায়,

জলস্তম্ভ মেঘসম বৃকোদর-হস্তে বাঁধা বেণী
আলুলিত শ্লথ পুনঃ রুদ্রচণ্ডী আজি যাজ্ঞসেনী।
অগ্রসরি ধনঞ্জয় ধীরে ধীরে কহিল তখন,
"পুত্রঘাতী ব্রাহ্মণের হিংস্রমুণ্ড করিয়া ছেদন
এখনি আনিব দেবি। তার পরে বসি ক'রো স্নান
পুত্রের সৎকারশেষে। নাহি তার নাহি পরিত্রাণ,
নাগলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণুলোকে যদিও লুকায়
তবু তারে বন্দী করি আজি আর্যে, সঁপিব তোমায়।"

দিন শেষ হয়ে এল—ব্যথাতুর শোকরক্তচ্ছবি
কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের পরপারে অস্তপ্রায় রবি।
হেনকালে ধনঞ্জয় উপনীত শিবিরের দ্বারে
রজ্জুবদ্ধ পশুসম লয়ে বন্দী অপত্য-হন্তারে।
অগ্রসরি ভীমসেন ধরি তারে বজ্রমুষ্টি দিয়া
পাঞ্চালী সকাশে রোষে ল'য়ে গেল কেশ আকর্ষিয়া।
"বধ" বধ' পাষণ্ডেরে খণ্ডে খণ্ডে কাট এর দেহ,—"
কেহ কয়। 'শূলে দাও' বলিয়া উঠিল কেহ কেহ।
কহিল ফাল্গুনি—"দেবি, এনেছি এ সন্তানঘাতকে
যাহা খুসী দণ্ড দাও এ পাষণ্ডে এ মহাপাতকে।"

এতক্ষণে অশ্রুজল উচ্ছলিল পাঞ্চালীর চোখে
সমস্ত দিনের পরে। উন্মাদিনা বজ্রসম শোকে
সহসা লভিয়া সংজ্ঞা রজ্জুবদ্ধ গুরুপুত্রে দেখি'
কহিল চমকি, "পার্থ. হায় হায় করিয়াছ একি!

মনে পড়ে স্নেহমুগ্ধ তব গুরুপত্নীর বদন,
মনে পড়ে দুগ্ধভিক্ষু সে গুরুর কাতর নয়ন।
মুক্ত কর মুক্ত কর দেখি এরে ফেটে যায় বুক,
উথলিছে পুত্রশোক হেরি শুষ্ক গুরুপুত্রমুখ।
প্রতিহিংসা ঘৃতাহুতি—তা-ত শুধু ক্ষতের অনলে,
সে অনল নিভে শুধু বিগলিত হৃদয়োৎস জলে।"
গুরুপুত্রে প্রণমিয়া কৃষ্ণা কয়, "হে ব্রাহ্মণ ক্ষম ;
দৈব দায়ী, হন্তা শুধু উপলক্ষ তার খড়্গসম।"
মুক্ত হ'ল অশ্বত্থামা, ভীমসেন উঠিল গুমরি।
পাঞ্চালী বসিল গিয়া কৃষ্ণপদে শোকার্তি সংবরি।
যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ধন্য দেবি।' নিঃস্পন্দ নীরব
নতশির ধনঞ্জয়। মৃদু হাস্য হাসিল কেশব।





কৌষেয় ও কাষায়

নগরের প্রান্তে আসি শাক্যসিংহ অশ্বে তাঁর দিলেন বিদায়
ফিরাতে হেরিয়া তার মাগিলেন কটিধৃত বসন কাষায়।
বিস্মিত নিষাদপুত্র কৌষেয়-বাসের লোভে দিল ছিন্নবাস,
চীর-পরিহারচ্ছলে অজ্ঞাতে সে বিসর্জিল চিরমোহপাশ।
সাজিলেন তথাগত জীবরক্ত-কলঙ্কিত অশুচি বসনে,
জীবের বেদনারাশি যেন সবি নিজ দেহে ল'য়ে তার সনে,
চলিলেন বনপথে। কৌষেয় বসনে ব্যাধ চলে সাথে সাথে,
প্রভু ক'ন, "ফির বৎস! কোথা যাও মোর সহ এ গভীর রাতে?"
ব্যাধ কয়, "মহাশয়, কি বসন মোর দেহে পরাইলে তুমি?
সাধ যায় ধূলি 'পরে লুটাই আনন্দভরে তব পদ চুমি'।
চোখে মোর আসে জল, সর্ব অঙ্গ টলমল শিহরিয়া উঠে,
হাতের ধনুক অসি মাটিতে পড়িছে খসি', রয়নাক মুঠে।
এ বসন পরশনে কাঁদে প্রাণ, জীবগণে ভাই মনে হয়,
ফিরে দাও জীর্ণ চীরে, এ বসন লহ ফিরে, লহ মহাশয়।"
তথাগত হেসে ক'ন—"এস বুকে হে সজ্জন, দাও আলিঙ্গন।
মম সাধনার পথে এস হে প্রথম মিতা অমৃত-নন্দন।
জীবনবসনখানি জীব-রক্তবিন্দু-দাগে লাঞ্ছিত মলিন,
অহিংসার সাধনায় করিতে হইবে তায় নির্মল নবীন।
কৌষেয়েরে জীর্ণ করি জগতে ঘুচাতে হবে হিংসা-মোহ-দ্বেষ,
কাষায়ে পবিত্র করি রচিতে হইবে তায় মুক্তিপান্থ-বেশ।"